বীরেন্দ্রবিনাশ

নাটক।

—(ঃঃ)—

শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের

সাহায্যে প্রকাশিত।

কলিকাতা

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

Woopendra Nath Raya

উপহার।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়

সমীপেষু।

যুবরাজ! মদ্রচিত এই " বীরেন্দ্র বিনাশ,, নাটকখানি আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যদি ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইবে।

সন ১২৮২ সাল। তাং ১ বৈশাখ।

আপনার একান্ত বশম্বদ।
শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায়

বাহাদুর নিরাপদ-দীর্ঘজীবেষু।

যুবরাজ! রাজা সুখময় রায়ের আভিজাত্য-গৌরব এই বঙ্গ রাজ্যের কে না অবগত আছেন? তুমি এক্ষণে তাঁহার বংশের তিলক-স্বরূপ। রাজসন্তানগণের যে সকল সদ্‌গুণের নিতান্ত প্রয়োজন, তোমাতে তাহার সকলই লক্ষিত হয়। চিরকাল একটা প্রথা আছে, গ্রন্থকারেরা নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক কোন মহানুভব ব্যক্তির নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া থাকেন; অনেকে আবার প্রাণসদৃশ প্রিয়বন্ধুর নামেই নূতন গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। তুমি একে উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে আবার ঈশ্বর তোমাকে নানা সদ্‌গুণের আধার করিয়া তুলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আবার তোমার সহিত আমার যার পর নাই সৌহৃদ্য-সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং আমার বহুকষ্টে প্রণীত এই "বীরেন্দ্রবিনাশ" নাটক খানি তোমাকেই অর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি সন ১২৮২ সাল তাং ১লা চৈত্র।

তোমার নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ।

বিরাট	... ...	মৎস্যদেশাধিপতি।
বীরেন্দ্র	... ...	সেনাপতি—রাজার শ্যালক।
উত্তর	... ...	রাজকুমার।
কঙ্ক	... ...	রাজ-পারিষদ—ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির।
বল্লভ	... ...	রাজ-সূপকার—ছদ্মবেশী ভীম।
বৃহন্নলা	... ...	ছদ্মবেশী অর্জ্জুন।
প্রিয়ম্বদ	... ...	বীরেন্দ্রের বন্ধু।

রাক্ষস ভট্টাচার্য্য, গণৎকার,
চোপদার, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাণী	... ...	বিরাট-মহিষী।
শশিকলা	... ...	বীরেন্দ্রের স্ত্রী।
উত্তরা	... ...	রাজকুমারী।
সৈরিন্ধ্রী	... ...	ছদ্মবেশী দ্রৌপদী।
তরলিকা, তিলোত্তমা	}	পরিচারিকাদ্বয়।
মনোরমা	... ...	বীরেন্দ্রের দাসী।

বীরেন্দ্রবিনাশ

নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম সংযোগ স্থল।

রাজবাটীর দরদালান।

নেপথ্যের একদিক দিয়া মনোরমা অন্য
দিক দিয়া তিলোত্তমার রঙ্গ
ভূমিতে প্রবেশ।

তিলো! এ কিলো মনোরমা! তবু ভাল যে চাঁদ মুখ দেখ্‌তে পেলেম।

মনো। কি করি ভাই বাড়ী থেকে বেরুতে পাইনে, যে তোর সঙ্গে এসে একবার দেখা করি। লোকে কথায় বলে আমার "মরবার অবকাশ নাই" আমার সত্তি সত্তি ভাই তাই হয়ে পড়েছে।

তিলো। কেন্‌লো তুই এমন কি ভাতার পুতের ঘরকান্না পেয়েছিস্? যে আমার সঙ্গে একবার দেখা কত্তে পারিস্ নে।

মনো। তুই ভাই ঠাট্টা ছাড়া কথা ক'স্‌নে। রস যে গড়িয়ে পড়ছে?

তিলো। রস কোন্ কালেই বা কম, কেবল পথ না পেয়ে বেরুতে পেলে না।

মনো। একথাটা যে ভারি দুঃখের কথা হ'লো ভাই।

তিলো। দুঃখের কথা সবই; কেবল মাঝে মাঝে এক এক বার চড়ুকে হাঁসি হাঁসি। এবারকার জন্ম টাই এই রকমে গেল—সে যাহউক এখন আগুণ খাগির মত কোথা ছুটে যাচ্ছিলি বল দেখি?

মনো। একবার ভাই রাণী মার কাছে যেতে হবে। একটা বিশেষ কথা আছে।

তিলো। বাবা! রাণীর সঙ্গে বিশেষ কথা! তুইতো কম মেয়ে নস্।

মনো। কেন ভাই! বড় মানুষের মেয়েরা কি দাসীর সঙ্গে কথা কয়না। তারা যে আমাদের পেটে প'চে আছে লো।

তিলো। আমাদের রাণী কারুপেটে প'চবার মেয়ে নয়। সে আবার আমাদের সঙ্গে কথা কইবে।

আগেযাও বা দুটো পাঁচটা কথা কইত, তা সৈরিন্ধ্রী বাড়ী ঢুকে অবধি সে গুড়ে বালি প'ড়েছে। আমাদের তার কাছে যেতে দেয় না।

মনো। সে বুঝি এখন মন যুগিয়ে কাজ কর্ম্ম কচ্ছে।

তিলো। তাকে আর কাজ কত্তে হয় না। কাজের বেলা আমরা, আর খাবার বেলা সে।

মনো। তবে সৈরিন্ধ্রী প্রিয় হলো কিসে লা?

তিলো। ওলো বুঝিসনে যার রূপ থাকে সেই রাণীর কাছে প্রিয় হয়। কথায় বলে শুনিস নি, „রূপের মাথায় ধর ছাতি, গুণের মাথায় মার নাতি„

মনো। ও যে উল্‌টে বলে গেলি।

তিলো। আমাদের বাড়ি সব উল্‌টে বিচের। সৈরিন্ধ্রীকে রাণী সোনার চকে দেখেচে। একদণ্ড আচ ছাড়া করে না।

মনো। হাঁ ভাই! সৈরিন্ধ্রী এমন সুন্দরী, তা—না ভাই কোন কথায় কাজ নেই।

তিলো। কাজ নেই কেন! কি বলছিলি বল না। আমি তেমন মেয়ে নই যে পেটে কথা থাক্‌বে না।

মনো। না ভাই এমন কিছু নয়। বলি কি, সৈরিন্ধ্রীর রূপের জাঁক উঠেছে। তা কি ভাগ্যি রাজা——

তিলো। রাণী বুঝি তাকে রাজার সম্মুখে বেরুতে দেয়?

রাজা যখন তুপুর বেলা বাড়ীর ভেতর খেতে আসে, রাণী তখন সৈরিন্ধ্রীতে রান্না বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। আর রাজা কতকক্ষণই বা বাড়ীর ভেতর থাকে। যদি বলিস্ রাজকুমার। সে আমাদের ভাই তেমন ছেলে নয়।

মনো। হাঁ ভাই তিলু! তোরা তো সরিকে নিয়ে প্রায় এক বৎসর কাটালি। ওর ভাব ভক্তি কিছু টের পেয়েছিস?

তিলো। না ভাই! ধর্ম্মকথা বলতে হবে। সরি আমাদের এদিকে মানুষ ভাল। পুরুষের পানে চেয়ে দ্যাখে না। এত রূপ আছে কিন্তু তারমত ঠাট্ ঠম্‌ক নাই। কখন এক খানা ধোপ কাপড় পরে না। চুল গাছটা বাঁদে না। আহা চুল তো নয়, যেন রেশমের গোচা।

মনো। ভাই তিলু! আমার বোধ হয় ওর ভিত্‌রি ভিতরি অনেক রকম আছে।

তিলো। তা ভাই! লোকের মনের কথা কেমন করে টের পাব। কিন্তু ভাই, সরিকে দেখলে্ চক্ষের পাপ পলায়। রাণীর কাছে দাঁড়ালে, রাণীকে তার দাসীর মত দেখায়।

মনো। কালে তাই হবে। সে সুত্র উঠেচে—

তিলো। কি সুত্রের উঠেচে বল না ভাই, আমার মাতা খাস্।

মনো। না ভাই আমি তা বল্‌তে পার্‌বোনা। কর্ত্তা মানা করে দিয়েছে।

তিলো। ওলো! নাবল্লি নেই নেই, তোর শোনবার দশ দিন আগে আমি টের পেয়েছি। তোদের কর্ত্তা কি, দিতে চেয়েছে আমি তাও টের পেয়েছি। আমাকে কর্ত্তা আগে বলে ছিল। তা আমি বলিছিলাম,আমাকে যদি গা ভরা হিরের গয়না দেও তা হলে হাত দিতে পারি। তুই যেমন হাবি তাই অল্পে স্বীকার পেলি।

মনো। আমাকে কর্ত্তা এক গাছা হার দেবে বলেছে।

তিলো। (স্বগত) এই পেটের কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি, বাবা আমি এক মস্তো ছেনাল। আমার কাছে চালাকি।

নেপথ্যে পায়ের শব্দ।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। কি গো! তোরা এখানে কি কথা কচ্ছিস্, অনেক ক্ষণ ধরে তোদের কথা শুনতে পাচ্চি যে।

মনো। না মা, অনেক দিনের পর তিলুর সঙ্গে দেখা হলো, তাই—তাই—বলি—তাই——

রাণী। তা ভয় কি, তোরা সমবইসি, মনের কথা কইবি নি।

মনো। মা আমাদের কর্ত্তা মহাশয়, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। পথে তিলুর সঙ্গে দেখা হ'লো।

রাণী। পাঠয়েছে, কেন গা? আয় দেখি শুনি গে।

(মনোরমাকে লইয়া রাণীর প্রস্থান।)

তিলো। হায় হায় হায়, পেটের কথা বার করে নিতে পাল্লাম না। রাণী এসে সব নষ্ট করে দিলে। আর টের পাওয়া ভার হবে। এক বাঁশ জলের নীচে পড়লো। যাই—রাণী দেখে গেলো আবার কি বলবে।

তিলোত্তমার প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

রাণী এবং মনোমার প্রবেশ।

রাণী। মনো! বীরেন্দ্র কি জন্য পাঠয়েছে বল দেখি শুনি। কোন বিপদ্ টিপদ্ হয়নি তো।

মনো। বালাই বিপদ হবে কেন। কর্ত্তা মহাশয় বাই-রের ঘরে আমাকে চুপি চুপি ডেকে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর বল্লেন দিদিকে বই একথা কারুকাছে বলিস্‌নে।

রাণী। ও মনো! তোর কথার যে ভাব পাচ্চি না। কি ভেঙ্গে চুরে বল। আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে। বীরেন্দ্র একে গোঁয়ার।

মনো। মা আপনি ভয় কচ্চেন? এ হাঁসবার কথা।

রাণী। হাঁসব কি কাঁদব তা কি জানি।

মনো। মালক্ষ্মী। বলবোকি সরিকে দেখে আমাদের কর্ত্তা মহাশয়, একেবারে পাগল হয়েছেন। তাই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রাণী। সর্ব্বনাশ! এই বুঝি তোমার হাঁসবার কথা। যা ভেবে ছিলাম তাই হলো।

মনো। কেন মা? এতেকি আপনি রাগ কল্লেন।

রাণী। তা রাগ করবো না? সৈরিন্ধ্রী কি সামান্য স্ত্রী। পতিব্রতা সতী। বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়, নিয়েছে ওকি কুলোটা যে সাজিয়ে গুজিয়ে তোর কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দেব। একথা আমাকে বলে পাঠাতে বীরেন্দ্রের লজ্জা বোধ হলো না।

মনো। মা! আমি কি করবো মা, আমার উপর রাগ কল্লে কি হবে।

রাণী। একথা তো তিলির কাছে বলে ফেলিস নি।

মন। একথা কি তারে বলতে পারি মা, কর্ত্তা যে বারন করে দিয়েছেন।

রাণী। না বলতিস্ নি। আমি না গিয়ে পড়লে বাঁকি রাখতিস্, কোথায় ভাবছি কেমন করে মানে মানে ওকে বিদেয় করে দেব। মহারাজ তেমন নন. তিনি পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাৎ করেন না। আমার উত্তরের কথায় তো কথাই নাই। সে আমার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। কেবল ভয় ছিল বীরকে নিয়ে „ বলে যেখানে বাঘের ভয়। সেই খানে সন্ধ্যা হয় „

মন। মা! এটি হলে কিন্তু বউ ঠাকরুণ ভারি রাগ কর্ত্তেন।

রাণী। সেই ভয়েতো আমার ঘুম হচ্ছে না।

মন। তা বইকি মা! আগে ভাই না ভাজ—ভাই বেঁচে থাকলে কতো ভাজ হবে।

রাণী। ওগো! তুই বাড়ী যা। তোর জ্বালায় আর বাচিনে। তুইতো আমার কথা বুঝতে পাচ্ছিস্ না। আমি যা ভাব্‌চি তা আমিই জানি।

মন। মা! আপনি মানা কল্লে কর্ত্তা—

রাণী। সে যাহবার তাহবে। তুই বাড়ী গিয়ে বীরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিগে।

মন। যে আজ্ঞা মা! তবে আমি চল্লাম। (প্রণাম করে প্রস্থান) যেতে যেতে (স্বগত) ভাল আশা করে ছিলাম, ভালো পরা পরে নিলাম। এখন, এমনি হলো শেষে রইতে না পাই দেশে। যদি গিন্নিকে বলে দেয়, তাহলে আমার নাক চুল থাকবে না। আর ভেবে কি করবো অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। রাণীর প্রস্থান জবনিকা পতন।

প্রস্থান

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

রাণীর বিলাস গৃহে, উপবেশন;

নেপথ্যের অপরদিক দিয়া বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

রাণী। এসো প্রিয়তম, ভাই এসো. তোমাকে আজ দুই তিন দিবস একবার দেখিতে পাই নাই, কারণ কি ভাই, কোন অসুখ বোধ তো হয় নাই।

বিরেন্দ্র। না, প্রিরবয়স্য প্রিয়ম্বদকে লয়ে মৃগয়া কত্তে গিয়েছিলাম।

রাণী। ইতিপূর্ব্বে মনরমা আমার আছে এসেছিল।

বীরেন্দ্র। হাঁ আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়েছিলেম, সে কোথা গেল।

রাণী। আমি যে তারে তোমাকে ডাক্‌তে পাঠইয়ে দিয়েছি. তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

বীরেন্দ্র। কৈ না।

রাণী। তবে বুঝি সে কোথায় ডাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছে।

বিরেন্দ্র। আমি আপনার কাছে একটি বিষয় যাচিঞা কর্ত্তে এসেছি।

রাণী। কি দিতে হবে বলো তোমাকে আমার কি অদেয় আছে।

বীরেন্দ্র। এমন কিছু নয়, বলি সৈরিন্ধ্রী আমার বাড়িতে গিয়ে দিন কত থাকিলে কি আপনার কিছু কষ্ট হবে? আপনারতো অনেক সহচরী আছে; আমার উপযুক্ত দাসীর অভাবে ভোজনের সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়।

রাণী। শুন ভাই সৈরিন্ধ্রী সামান্য নারী নয়।
বিপদে লয়েছে এসে আমার আশ্রয় ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের নারী পতিব্রতা সতী।
রূপের নাহিক সীমা গুণে গুণবতী ॥
দুহিতার মত ভাবি উত্তরা যেমন।
দশ মাস পালিতেছি করিয়া যতন ॥
দাসী জ্ঞান তারে ভাই করোনাক আর।
যাহার গুণেতে বশ যত পরিবার ॥
সামান্য দাসীর মত চরণ মর্দ্দন।
কিম্বা কাছে বসে করা বায়ু সঞ্চালন ॥
পরপুরুষের কাছে সৈরিন্ধ্রী না যাবে।
অতএব তাহতে কি উপকার পাবে ॥

বীরেন্দ্র। (স্বগত) আমি যেন পা টেপাতেই নিয়ে যাচ্ছি, ওর পা টীপ্তে পেলে আমি বাঁচি, (প্রকাশ্যে)

দিদি ! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয় আমাদিগের ন্যায় অনুভব কত্তে পারে না। সৈরিন্ধ্রী পূর্ব্বে আমাকে অনুরোধ করে পাঠীয়েছিল, তা না হলে সহসা আপনার নিকট এসে একথা প্রকাশ করবো কেন ?

রাণী। তোমার কাছে অনুরোধ করে পাঠীয়েছিল। ভাই ! আমি এবিষয় কিছুমাত্র জানি না। তার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আমার বাধা দিবার প্রয়োজন কি ?

বীরেন্দ্র। আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি অত্যন্ত সরলা, সহচরীদের অভিপ্রায় কি প্রকারে অনুভব কর্ত্তে পারবেন। তাহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত লোভী, সর্ব্বদা পারিতোষিকের প্রত্যাশা করে। আপনার সৈরিন্ধ্রী পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তমা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীর প্রিয়সহচরী ছিল। তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে গমন করায় আপনার কাছে এসে রয়েছে।

রাণী। আমার কাছে থাকাতে যদি ওর অসুখ বোধ হয়, আর আপন ইচ্ছায় তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে যায় 'তাহা হলে আমার কোন বাধা নাই' সচ্ছন্দে গমন করুক।

বীরেন্দ্র। আমার কাছে যে অনুরোধ করে ছিলো, একথা আপনি প্রকাশ করবেন না, তা হলে অত্যন্ত ভয় পাবে।

রাণী। না এ কথা প্রকাশে প্রয়োজন কি। ভাই! তুমি যাতে তুষ্ট থাকো সে বিষয়ে কি আমি বাধা দিতে পারি। তবে পূর্ব্বে যে অমত করেছিলাম তাহার বিশেষ কারণ এই, পূর্ব্বে সৈরিন্ধ্রী আমাকে বলেছিল, "আমি পরপুরুষের নিকট গমন কর্ব্বো না, কেবল আপনার সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো, কোন কার্য্যানুরোধেও পুরুষের নিকট আমাকে পাঠাতে পারবেন না।" আমি সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার বাটীতে পাঠাতে অমত করেছিলাম।

বীরেন্দ্র। আপনি সৈরিন্ধ্রীকে যে প্রকার শ্রদ্ধা করতেন, সে তাহার যজ্ঞপাত্রী নয়। আপনি তাহাকে সর্ব্বদা পতিপ্রাণা সতী বলে থাকেন, আর সে আপনাকে প্রতারণা করে বলেছে, "আমি পঞ্চ গন্ধর্ব্বের পত্নী।" একি আশ্চর্য্য কথা! গন্ধর্ব্ব পত্নী কি দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্তা হয়?

রাণী। বীরেন্দ্র! আমার সৈরিন্ধ্রীর প্রতি যে প্রকার শ্রদ্ধা ছিল, তোমার কথায় তাহার অনেক হ্রাস হয়ে গেল।

অবলা সরলা নারী অন্তঃপুরে থাকি।
পিঞ্জরে যেমন বদ্ধ থাকে পোষা পাখি॥
শঠতা কাহারে বলে কভু জানি নাই।
সৈরিন্ধ্রীকে সতী জ্ঞান হয়ে ছিল তাই॥

বীরেন্দ্র। আমি তবে এখন যাই, প্রয়োজন কালে সৈরিকে আপনি পাঠীয়ে দেবেন।

রাণী। তোমার প্রয়োজন হলে আমাকে বলে পাঠাবে আমি তৎক্ষণাৎ পাঠীয়ে দিব।

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

রাজবাটির দরদালান বীরেন্দ্রের সৈরিন্ধ্রী প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন।

বীরেন্দ্র। (স্বগত) সৈরিন্ধ্রী আমার হস্তগত হবে না? নাহবার কারণ তো দেখি না। আমার রূপ আছে, তাতে আবার বয়স কম স্বাধীন, যা মনে করি তাই করতে পারি। বিরাট রাজার সমুদয় রাজত্ব আমার

বল্যেই হয়! তাকি সৈরিন্ধ্রী শোনেনি? শুনে থাকবে। যাহউক সৈরিন্ধ্রীর কি অদৃষ্ট। এখোন যা মনে করিবে তাই হবে, যেহেতুক আমি ওর পদানত হলাম। একবার আরশীতে মুখটা দেখি, গোঁপ-জোড়টা বাগানো আছে কি না, (গোঁপে তা দেওন।) কৈ এখনো যে এদিগে আসেনা। এক-বার দেখ্‌তে পেলেও যে তাপিত প্রাণ শীতল হয়।

কখন দেখিতে পাব সে বিধু বদন।
অধৈর্য্য হয়েছে মন মানে না বারণ॥
তোমার আশার আশে আছি দাঁড়াইয়ে।
একবার যাও প্রিয়ে এই দিক দিয়ে॥
বিরহ বিচ্ছেদ ব্যাধি শরীরে আমার।
আগুণ ছুটিছে অঙ্গে শক্তি নাহি আর॥
আশা মাত্র করিয়াছি নাহিক ভরসা।
এখনি যে আমার ঘটিল দশ দশা॥
ধন্য রে মদন! তোরে যাই বলিহারি।
তোমার সন্ধান আর সহিতে না পারি॥
চোরা বাণ মারিছ সন্মুখে নহে রণ।
দেখিতে না পাই তব আকার কেমন॥
মেঘনাদ তুল্য করে শূন্যেতে নির্ভর।
ব্রহ্ম অস্ত্র মারিতেছ বিরহী উপর॥

(অনতি দূরে সৈরিন্ধ্রীকে নিরীক্ষণ করে)

এই যে প্রিয়তমা গজেন্দ্র গমনে আসছেন, (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে,) এখানে কেহই নাই, উত্তম হয়েছে, আমি অনায়াসেই প্রিয়ার সঙ্গে রসালাপ কর্ত্তে পারব। ভয়ই বা কারে ? যদিই কেহ আসে, সঙ্কেত দ্বারা বারণ কল্যে এদিক দিয়ে যাবে না। এখন কি বলে সম্বোধন করি ? প্রথমতঃ বাহুদ্বয় বিস্তার করে গমনরোধ করাই যুক্তি।

(সৈরিন্ধ্রীর গমন পথে বীরেন্দ্রের বাহুদ্বয় বিস্তার দেখে।)

সৈরি। আমি মহারাণীর সহচরী. আমার সহিত আপনার ব্যাঙ্গ করা উচিত হয় না, আর যেহেতুক আমি মহারাণীকে মাতৃ সম্বোধন করি, আপনি সে সম্বন্ধে মাতুল হন।

বীরেন্দ্র।

সুবাদে কি বাধে আর ভুলেছে নয়ন,
মম ভুলেছে নয়ন !
কেন আর বল ধনি নিষ্ঠুর বচন,
বল নিষ্ঠুর বচন ॥

ধন মান প্রাণ আমি সোঁপেছি তোমায়,
আমি সোঁপেছি তোমায়।
বাঁচাও আমারে আজ মরি প্রাণ যায়,
ধনি মরি প্রাণ যায়।
বীরেন্দ্র আমার নাম বিদিত সংসার,
আছে বিদিত সংসার।
যার বলে বিরাটের রাজ্য অধিকার,
দেখ রাজ্য অধিকার॥
রূপে গুণে ভুজবলে আমার সমান,
বল আমার সমান,
কে আছে সংসারে ধনি করলো সন্ধান,
তুমি করলো সন্ধান।
প্রসন্ন হয়েছে বিধি তোমারে সুন্দরী,
আজি তোমারে সুন্দরী॥
আমি হেন জন হবো তব আজ্ঞাকারী,
দেখ তব আজ্ঞাকারী॥

সৈরি। মহাশয়! আমার গমন পথ অবরোধ কোরবেন না, আমি আপনাকে নমস্কার করি, অনুগ্রহ কোরে আপনি কিঞ্চিৎ অন্তরে যান। আমার স্বকার্য্য সাধনে বিলম্ব হোলে মহারাণী কুপিতা হোতে পারেন।

বীরেন্দ্র। সে ভয় তোমার, নাহি ধনি আর,
আমার প্রেয়সী হোয়ে।
তব পদানত, থাকিবে সতত,
বিরাট ভূপতি হোয়ে॥
রাণী কোন ছার, বনিতা তাহার,
তারে আর ভয় নাই।
দাসীত্ব মোচন, করিয়া এখন,
চল গৃহে লোয়ে যাই॥
ধন পরিজন, রজত কাঞ্চন,
যা কিছু আছে আমার।
শুনো ওলো ধনি, সুধাংশু বদনী,
সকলি হোলো তোমার॥

সৈরি। মহাশয়! আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নিবারণ কচ্ছি, আমার প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করবেন্ না।

বীরেন্দ্র। সৈরিন্ধ্রী তুমি কি আমার মন পরীক্ষা করবার জন্য বারম্বার ছলনা কোচ্ছো? আমি একান্ত তোমার অধীন হোয়ে পোড়েছি, তুমি আর আমাকে পুনঃ২ বজ্রাঘাত তুল্য প্রতিকূল বাক্য বোলোনা, দেখ আমি একেবারে অধৈর্য্য হোয়ে পোড়েছি।

সৈরি। আপনি কন্দর্প শরে আহত হোয়ে একেবারে

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য তাই এই কুৎসিত বাক্য প্রয়োগে লজ্জা বোধ হোচ্ছে না—রাণী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আপনি রাণীর সহোদর, এই জন্য আমি কোপ প্রকাশ কচ্ছিনা, এক্ষণে ধৈর্য্য হোয়ে গৃহে গমন করুন, নতুবা আপনার ভয়ঙ্কর বিপদ হবে।

বীরেন্দ্র। স্ত্রীলোকের কি কঠিন মন! আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে স্বীকার তথাচ তুমি ভয় দেখাচ্চো, ধিক্ তোমাদের মনকে ধিক্, সাহিত্য নাটকে স্ত্রীজাতির নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

সৈরি। যদ্যপি আপনি শাস্ত্র অধ্যায়ন করে থাকেন তাহলে এপ্রকার মন বিকার কি জন্য উপস্থিত হোয়েছে। পণ্ডিতেরা কি পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা—

পরের রমণী দেখে জননী সমান।
মৃত্তিকা সমান করে পর দ্রব্য জ্ঞান॥
আপনার মত দেখে সকল সংসার।
তবে সে বুঝিতে পারি পাণ্ডিত্য তাহার॥

বীরেন্দ্র। ও সকল কেবল প্রবৃত্তি মার্গ, তুমি স্ত্রীলোক হোয়ে শাস্ত্রের ভাব কি প্রকারে বুঝতে পারবে।

দেখ, দেব দেব মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন কোরে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হোয়েছিলেন, ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ কোরে ছিলেন, ব্রহ্মার আপন কন্যার প্রতি মনন হোয়েছিল।

সৈরি। শাস্ত্রকারেরা এসকল দৃষ্টান্ত দ্বারায় লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন নাই, পঞ্চ রিপুর মধ্যে কাম রিপু আমাদিগের পরম শত্রু তাহাকে যত নিগ্রহ করিতে পারেন ততই মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

বীরেন্দ্র। সৈরিন্ধ্রী, আমার প্রতি সদয় হও, আমি তোমার চরণ ধারণ কচ্ছি আর আমাকে কষ্ট দিও না।

মন মানে না বারণ, মন মানে না বারণ,
অতনু হানিছে শর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
তোমাবিনা নহে নিবারণ।
ধনি বাঁচাও আমায়, ধনি বাঁচাও আমায়,
তুমি হোলে অনুকুল, ঘুচিবে দুখের শূল,
রক্ষা কর অধীন জনায়।
হেরি তোমার বদন, হেরি তোমার বদন,
প্রস্ফুটিত শতদল, বার্কে মাখা পরিমল,
কটাক্ষে মুনির ভোলে মন।
মিছে কোরো না বারণ, মিছে কোরো না বারণ,

কে হেন পুরুষ আছে, বিরহ সন্তাপে বাঁচে,
তোমারে করিলে দরশন ॥

সৈরি।—

বার বার কত আর করিব বারণ।
ভাবে বুঝিয়াছি তোর নিকট মরণ ॥
কাম ভাবে দৃষ্টি কর আমার উপর।
এর অনুচিত ফল পাবে রে বর্ব্বর ॥
পঞ্চ গন্ধর্বের পত্নী হই সাধ্যা সতী।
আমার সহিত তুমি ইচ্ছা কর রতি ॥
রাণার কারণে তোর হইল নিস্তার।
তা নাহলে এখনি হইত প্রতিকার ॥
বহ্নিতে পড়িতে আস হইয়া পতঙ্গ।
শৃগাল হইয়া চাহ ধরিতে মাতঙ্গ ॥
সম্পদ দেখায়ে চাহ ভুলাইতে মন।
অতুল বৈভব মম পতির চরণ ॥
সতীর অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
পুণ্য ব ল মরা পতি বাঁচাইতে পারে ॥
আশীর্ব্বাদ করে হও সাবিত্রী সমান।
তার পুণ্যে মরে প্রাণ পায় সত্যবান ॥

বীরেন্দ্র। সৈরিন্ধ্রী, আমার প্রতি কোপ প্রকাশ কোরো না—আমি তোমাকে বিনয় করি, আমি

নিতান্ত অবোধ নই যে তোমার কপট কোপ প্রকাশে কুপিত হব, তুমি যদি আমার মস্তকে পদাঘাত কর তথাচ তুষ্ট বই রুষ্ট হব না। আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি, স্ত্রীলোকেরা মনগত ভাব গোপন করে নাগরের নিকট এই প্রকার ছল চাতুরী প্রকাশ করে থাকে, বিধাতা বুঝি তোমাদিগের হৃদয় পাষাণ দ্বারায় নির্জ্জনে গড়ে ছিল ? স্ত্রীলোকেরা কখনই সরলভাব ধারণ করে না শাস্ত্রকারেরা যে, তোমাদিগকে সরলা বলে বর্ণন করেছেন সে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ বুঝবার ভ্রম।

সৈরি। নিতান্তই তোর মৃত্যু নিকটবর্ত্তি হয়েছে, ওরে দুরাত্মা নির্লজ্জ বীরেন্দ্র এসকল সংবাদ আমার পতিদিগের নিকট বিদিত হোলে কোন ক্রমেই তোর নিস্তার হবে না, এখন বল্‌ছি যদি আপনার মঙ্গল চাস ত স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বীরেন্দ্র। সৈরিন্ধ্রী তোর অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হোয়ে যত বিনয় কচ্ছি ততই তোর শঠতা প্রবল হোয়ে উঠেছে, তুই যত সতী তা তো তোর আপন মুখে প্রকাশ হোচ্ছে।

সৈরি। ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! কিসে আমাকে তোর

অসতী বোধ হোচ্চে আমি এখনি তোরে সতিত্ব ধর্ম্মের প্রতাপ দেখাতে পারি।

বীরেন্দ্র। সুবদনী, বারবার আর সতী বলে পরিচয় দিও না। যেখানে পঞ্চস্বামী গ্রহণে লজ্জা বোধ হয় নাই সেখানে না হয় আমি "বোঝার উপর শাকের আটি হলাম,, এই রূপ সতীত্ব বুঝি তোমার পূর্ব্ব কত্রীর বাড়ীর বুড় গিন্নি কুন্তির কাছে শিখেছিলে, ওলো সৈরিন্ধ্রী শাস্ত্র অনুসারে তোকে বেশ্যা বলা যায়, লোকে কথায় বলে "যেমন দেবতা তেমনি বাহন। বেছে বেছে তুই কুরুকুলের গিন্নিদের কাছে চাকরাণী জুটে ছিলি।

সৈরি। ওরে নর পিচাশ ক্ষত্রিয়কুলাধম, তুই জগত পূজ্য কুরুকুলের কলঙ্ক করিস। যাঁহাদিগের ভুজ-বলে ত্রৈলক্ষ্য পরাজিত হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞে (তুইও তোর অন্নদাতা ভগ্নীপতির সমভিব্যাহারে গিয়ে থাকবি) লক্ষ ভূপতি তাহার ছত্রতলে দাসত্ব কোরে গিয়েছে, যে কুলে সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় মহাত্মা ভীষ্ম দেব জন্ম গ্রহণ করেছেন, তুই পর অদৃষ্ট ভোগী নরাধম হোয়ে কুরুকুলের প্রতি দোষারোপ করিস?

সৈরি।—স্বনামা পুরুষোধন্যঃ পিতৃনামাচ মধ্যমঃ।
অধম শ্বশুরনামা শ্যালনামা চ মধ্যম।
ওরে তুই সেই অধমের অধম বিরাট ভূপতির শালা তোর অন্য কোন পরিচয় নাই। আমি রাণীর নিমিত্ত তোর বহু অপরাধ মার্জ্জনা করেছি. এক্ষণে কুরুকুলের গুরুজনের নিন্দা শুনে অভিশাপ প্রদান করি শ্রবণ কর, জগতপূজ্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের অগ্রজ কুরুকুল কেশরী মহাবীর ভীম সেনের হস্তে যেন তোর দর্পচুর্ণ হয়, আর আমি এখানে থাকব না, নরাধমকে দর্শন করাতেও পাপ আছে।

(সৈরিন্ধ্রী দ্রুতবেগে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান)

বীরেন্দ্র। (স্বগত) আ মোলো হাদে বেটি যা মুখে এল তাই বোলে গেল যে। মদন তোমাকে একবার নমস্কার করি, তুমি যাকে আক্রমণ কর তার পদার্থ রাখনা। ভগিনীর সহচরী হোয়ে আমাকে যথোচিত তিরস্কার কোরে গেল, তথাচ আমি তার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহার তিরস্কার আমার পক্ষে পুরস্কার হচ্ছিল। উঃ কি ভয়ঙ্কর যাতনা উপস্থিত হোল, তাহাকে

দেখে যে ছিলাম ভাল, এখন কি করি, কোথায় যাই, আর এখানে থেকেই বা কি কোর্বো। যাই একবার প্রিয়তম প্রিয়ম্বদের নিকট যাই, তাহার নিকটে মনের ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করিলেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হোতে পারবো!

বীরেন্দ্রের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় সংযোগস্থল।

রাজবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান।

তরলিকা এবং তিলত্তমার প্রবেশ।

তর। ভাই তিলু! রাণী যে আজ তাড়াতাড়ি আমাদের ফুল তুল্‌তে পাঠিয়ে দিলে?

তিল। কেমন কোরে জান্‌বো ভাই, আমরা দাসী হুকুমের তলে আছি, যা বোল্‌বে তাই কোত্তে হবে।

তর। ভাই একটী কথা তোর কাছে আর না বোলে থাক্‌তে পাল্লেম না, আমার বুকের ভিতর যেন

বেরালে আচ্‌ড়াচ্চে দেখিস তিলু আমার মাথা খাস, আর কারু কাছে বোলিস্‌ নে!.

তিল। আমি এমন মেয়ে নই, যে পেটের কথা প্রকাশ হবে. তুই সচ্ছন্দে বল তার ভয় নাই।

তর। ভাই কাল বিকেল বেলায় সৈরিন্ধ্রী, ওবাড়ীর কর্ত্তায় সঙ্গে কত কথাই কচ্ছিল। একএক বার হেঁসে গড়িয়ে পোড়তে লাগ্‌লো, রাণীরতো ওকে সতী বলে মুখে লাল পড়ে। হাঁ ভাই! যে সতী হয়, সেকি পুরুষের সঙ্গে অমন কোরে হাঁসে।

তিল। ওলো থাম্‌লো থাম?

"বলে মোরবে মেয়ে উড়বে ছাই।
তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই॥"

সৈরিন্ধ্রীর সতীপনা আমি অনেক দিন টের পেয়েছি।

তর। ভাই তোদের মতন আমি সেয়ান শট নই, অত বুঝ্‌তে পারিনে, সৈরিন্ধ্রী কি কর্ত্তার সঙ্গে বাকি— ওমা আমি কোথায় যাব! ওমা আমি কোথায় যাব!

তিল। মরণ আর কি, শুদুকি কর্ত্তার সঙ্গে—

তর। আবার কার সঙ্গে লো? হেঁসে যে আর বাঁচিনে।

তিলো। বলিস্‌নে যেন, ও তো অনেক দিন অবধি আমাদের রাঁধুনী বামুন বল্লভ ঠাকুরের সঙ্গে আছে।

তর। হাঁ হাঁ ঠিক কথা, তারি জন্যে বল্লভ ঠাকুরকে দেখলে অমনি হেঁসে গড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁলা কর্ত্তার সঙ্গে জোট্‌পাট হলো কেমন কোরে? ওবাড়ীর কর্ত্তা তো বড় একটা এখানে আসে না!

তিলো। আলো আমার নেকি! উনি ঝিনুকে কোরে দুধ খান, ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানেন না। এই গাবাগাবি বাড়ীর ভিতর দশদিন হচ্চে, তুই কিছুই শুনিস্‌নে?

তর। তোর মাথা খাই দিদি! আমি কিছুই জানিনে।

তিলো। ওবাড়ীর মনোরমা যে মাঝে কুটনী হয়েছে। ছোট কর্ত্তা বোলেছে তারে এক গাছা হীরের হার দেবে।

তর। তাই দিবারাত্রি আসা যাওয়া করে বটে? এর ভিতর অ্যাত আছে, তা দিদি কেমন কোরে জান্‌বো।

তিলো। মনোরমা তো হীরের হার পাবে বোলে আহ্লাদে ফেটে মোচ্চে।

তর। কপালে আগুণ অমন হারের, ঝগ্‌ড়া হোলে

"কুটনী" বোলে খোঁটা দেবে, তার কোত্তে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল।

তিলো। ওলো, এর ভেতরে রাণীও আছে।

তর। বলিস কি লো! রাণীও জানে?

তিলো। রাণী না জান্‌লে মনোরমার সাদ্দি কি যে এ কর্ম্মে হাত দেয়।

তর। ঠিক বোলেচিস, রাণী এর ভিতর আছে বৈকি কিন্তু এ কাজটী ভাই ভাল হোলো না। রাণীকে এর পর অনেক ভোগ ভুগতে হবে, ওবাড়ির মাঠাক্‌রুণতো খরতরাবিষ হরা। সুহুতেই রক্ষা নাই, নন্দে ভেজে তো ভাব বড়। বলে "অ্যাকে মোনসা তায় ধুনোর গন্ধ" একথা শুনতে পেলে রাণীর ভাতার পুত কেটে বিচ্‌কে বেগুণ রাখবে না।

তিলো। বেশ বলেছিস, মাগী যেন রায়বাঘিনী। ওবাড়ীর কর্ত্তাকে দেখে মাথায় কাপড়টাও দেয় না, মাগী জেয়ান্ত মাছে পোকা পাড়াতে পারে নগি-ন্নীকে দুধের মাছি কোরে রেখেছে।

তর। কেন? নগিন্নীর সঙ্গে কি বড় বৌঠাক্‌রুণের বনে না?

তিলো। তাকি আর জানিস নে, বড় মাগীর কোঁদোলের

জ্বালায় বাড়ী শুদ্ধ লোকটা ভাজা ভাজা হোয়েছে। এক এক দিন বাড়ীতে যেন কাগ চিল পড়ে।

তর। বলে "কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে; বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।"

মনে আছে তো, বৌঠাক্‌রুণের কাদার দিন কি কারখানাটা কোল্লে, শেষবেলা আবার খেতে বসেন না, রাণী কত সেদে পেড়ে তবে খাওয়ালে। খুদ মাখার দিন আমাদের রাজকুমারী একটু চুনহলুদ দিয়ে ছিল, তাকে বোল্লে বাকি, না বোল্লে বাকি, "বলে যেমন মন তেমনি ধন, তারি জন্যে চির-কাল বাঁজা হোয়ে রইলেন।

তিলো। এতেই কেটে মরে এর উপর আবার ব্যাটা হোলে কি ভেজেরা স্থল জল পাবে?

তর। হ্যাঁলো মেজো ঠাক্‌রুন্ না কি পোয়াতি?

তিলো। শুন্‌চি তো—

তর। আহা হোক্, মেজো মার মত মেয়ে ও বাড়ীতে আর নেই। আমার মায়ের নামে তাঁর নাম বোলে আমি মেজো মাকে মা বোলেচি।

তিলো। তুই মেজো গিন্নীকে মা বলিস্! তাই সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিল, যে "তরলিকাকে

আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিস্‌তোগা” আমি বোলতে ভূলে গেছ্‌লেম, তুই আজ একবার যাস্‌।

তর। তা যাবো এখন।

তিলো। দেখো, যেন কথার পিটে কোন কথা বোলে ফেলো না, তা হোলে আমার আর নাক চুল থাকবে না। কাজ কি আমাদের কোন কথায়, যখন হবে, তখন দশে ধর্ম্মে দেখ্‌বে।

তর। ভাই সৈরিন্ধ্রীর কি কপাল, ছিল দাসী, হলো রাজমহিষী।

তিলো। ওলো! আর বাড়া কথায় কাজ নেই। কে কোথা থেকে শুন্‌বে, শুনে কত ফুল ফোটাবে, আমাদের বাড়ীর ঠাক্‌রুণদের পায়ে কোটী কোটী নমস্কার, আয় এখন বাড়ীর ভিতর যাই চল।

উভয়ের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

(বীরেন্দ্রের বিলাসগৃহে উপবেশন)

বীরেন্দ্র।—

রাগিনী বসন্তবাহার,—তাল মধ্যমান।

এ বিরহে, বাঁচি কি না বাঁচি প্রাণে,
সৈরিন্ধ্রী বিহনে কে আর জল দেবে এ আগুনে।
হুহু করে মন, পোড়ে বোন তো যেমন,
জল্‌ছে রাবণের চিতে হয় না নিবারণ,
এ শরীর নহে স্থির অস্থির হতেছে মদন বাণে।

আহা! সৈরিন্ধ্রী! বিধাতা তোমাকে কি অলৌকিক রূপলাবন্যই দিয়েছে। তোমার সহিত সহবাস সুখে বঞ্চিত হোয়ে আর কতকাল এ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিব। বিরহ বহ্নিতে আমি প্রাণপণে ধৈর্য্য সলিল সিঞ্চন কোচ্ছি, কিন্তু কন্দর্প পুনঃ পুনঃ আহুতি দিয়ে সহস্র গুণে প্রবল কোরে তুলছে। আমার প্রিয়তম প্রিয়ম্বদকে ডেকে আনাই—

[নেপথ্যে পায়ের শব্দ।]

—পায়ের শব্দ হোচ্ছে! বুঝি প্রিয় বয়স্য আসছেন।

(প্রিয়ম্বদের প্রবেশ)

প্রিয়। প্রিয়তম! একাকী নির্জ্জনে বোসে কি চিন্তা কোচ্ছো? তোমার বদন মলিন হোয়ে গিয়েছে, নয়নযুগলে বারি আশ্রয় কোরেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোচ্ছো, তোমার বাহ্যভাব দর্শনে আমার মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হোচ্ছে। আমার কাছে তোমার কিছুই অপ্রকাশ নাই; তবে কি নিমিত্ত মৌনাবলম্বন কোরে আছো, কোন উত্তর প্রদান কোচ্চো না।

বীরেন্দ্র।—

যে বিষম ব্যাধি আসি ঘিরেছে আমারে।
তোমাকে না বলিয়া, বলিব আর কারে॥
জলে গেলে গাত্র জ্বালা নহে নিবারণ।
বল দেখি ওহে সখা! এ ব্যাধি কেমন॥
চঞ্চল হোয়েছে মন বারণ না মানে।
ইচ্ছা হয় থাকি গিয়ে নির্জ্জন কাননে॥
রজনীতে শয্যা হয় জ্বলন্ত আগুণ।
তাহাতে সমস্ত নিশি পুড়ে হই খুন॥

প্রিয়। প্রিয়তম! বল দেখি, তুমিত কন্দর্প পীড়ায় পীড়িত হও নাই? আমার অনুভব হোচ্ছে কোন কামিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হোয়ে একেবারে উন্মাদ দশা উপস্থিত হোয়েছে। কামিনীগণের নয়নকটাক্ষশর কালকুট অপেক্ষাও কটু. সেই বিষাক্ত শর হৃদয়ে বিদ্ধ হোলে কাহার না গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, কিন্তু তুমি একেবারে অষ্টম দশায় পদার্পণ কোরেছ, এই নিমিত্ত আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হোচ্ছে।

বীরেন্দ্র। প্রিয়তম! যথার্থ অনুভব কোরেছ, এক্ষণে যাহাতে আমি এই দুঃসহ বিরহ জ্বালায় নিস্তার পাই তাহার চেষ্টা কর, নতুবা আমার দশম দশা উপস্থিত হবার আর কাল বিলম্ব নাই।

প্রিয়। সখে! একেবারে এত উতলা হোয়োনা, ধৈর্য্যাবলম্বন কোরে আমার নিকট সমস্ত বর্ণন কর, তোমাকে সুস্থ করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব।

বীরেন্দ্র। প্রিয়তম! পূর্ব্বে শ্রবণ কোরে থাকবে পাণ্ডবের প্রিয়তমা পাঞ্চালীর প্রিয় সহচরী সৈরিন্ধ্রী এসে আমার ভগ্নীর নিকট আশ্রয় লোয়েছে, তাহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনী কখন আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই। সেই ত্রিভুবন সুন্দরীকে

দর্শনাবধি আমার এই কন্দর্প বিকার উপস্থিত হোয়েছে।

প্রিয়। সখে! প্রণয় অমূল্য নিধি, এজগতে যথার্থ প্রণয় সংঘটন হওয়া সুকঠিন। পরকীয় রসাস্বাদে পুরুষ মাত্রেই ব্যগ্র, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি কটাক্ষ করা সর্ব্বনাশের মূল। দেখ দৈত্যকুল চূড়ামণি শম্ভু নিশুম্ভ মহাকাল হৃদয়বাসিনী কাল কামিনীর সহিত প্রণয় আকাঙ্ক্ষা কোরে স্ববংশে শমন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করে। দুর্ব্বৃত্ত দশ স্কন্ধ, জনক-নন্দিনী সীতার নিমিত্ত রাক্ষস কুলান্তক রামচন্দ্রের হস্তে সমূলে নির্ম্মূল হয়। অতএব সখা! পরকীয় রসাস্বাদে এ প্রকার ব্যগ্র হওয়া কোনক্রমে যুক্তি-যুক্ত নহে।

বীরেন্দ্র। সখে! একেবারে আমাকে অবোধ জ্ঞান কোরোনা, কি করি মন যে প্রবোধ মানে না।

প্রিয়। যে রমণীর জন্য তোমার মন প্রাণ ব্যাকুল হোয়েছে, তাহার মনগত ভাব জেনেছ? উভয়ের আকিঞ্চন ভিন্ন প্রণয় হয় না। পুরাণ পাঠে জানিতে পারা যায়; ভীমসেন দুহিতা দময়ন্তী লোক মুখে পুণ্যশ্লোক নলরাজার রূপ গুণের পরিচয় শ্রবণে মনে মনে তাহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান

কোরেছিলেন। সেই জন্য সয়ম্বর সভায় দেবগণকে অগ্রাহ্য কোরে নৈষধাধিপতিকে বরণ করেন। ভীষ্মক-বালা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন প্রাণ অর্পণ কোরে বিবাহ বাসরে আপন পুরোহিত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ পাঠান। রমানাথ সেই সাঙ্কেতিক লিপি পাঠে রথারোহণে শূন্যমার্গে উপস্থিত হোয়ে প্রাণ-প্রিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লন। কৃষ্ণ সহোদরা সুভদ্রা বলরামের অনভিমতে ইন্দ্রসুত শ্বেতবাহনকে তাহার যৌবন রথের সারথ্য পদে অভিষিক্ত করেন। এ প্রকার অনেক প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হোতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত কামিনীগণ অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণয় করিত, তুমি যাহার জন্য একেবারে নবম দশায় উপস্থিত হোয়েছ, অগ্রে তাহার মন জান?

বীরে। সখে! তুমি যে সকল যোষাগণের পরিচয় দিলে, তাহারা কুল কামিনী! সৈরিন্ধ্রী সে প্রকার স্ত্রীলোক নয়, ইহাকে ধন দ্বারায় অনায়াসে বশ করিতে পারিব।

প্রিয়। যে রমণী ধন লোভে পর পুরুষের করে আত্ম-সমর্পণ করে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহাকে বেশ্যা বলিতে পারা যায়।

বীরে। সৈরিন্ধ্রীকে তুমি কি বিবেচনা কর?

প্রিয়। প্রিয়তম! তুমি বিরাট ভূপতির সেনাপতি। তোমার ভুজবলে বিরাট রাজলক্ষী অচলা হইয়া আছেন। তোমার ভয়ে কুরুবংশাবতংশ মহামানী দুর্যোধন আমাদিগের রাজ্যের সীমাপবর্ত্তী হন না, সখে তোমার ন্যায় বীর্য্যবান ব্যক্তির বেশ্যার চাতুরি জালে আবদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নয়। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরা একেবারে অপদার্থ হয়ে যায়। প্রিয়তম! আমি তোমাকে বলিতে পারি বলিয়াই বলিতেছি, ইহাতে আমার প্রতি কোপ প্রকাশ কোরো না। আমি তোমার নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

বীরে। প্রিয়তম! তুমি আমার ক্ষত শরীর কি নিমিত্ত লবণাক্ত করিতেছ, তোমার যে সুমধুর বাক্য শ্রবণে আমার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত হোতো। অদ্য তোমার সেই মধুমাখা কথা আমার পক্ষে বিষাক্ত শরের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

প্রিয়। এ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, এইক্ষণে উপস্থিত কার্য্যে যে প্রতিকুল হবে, তাহার প্রতি বৈরক্তিভাব প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই। সখে! আমি জেনে শুনেই তোমার তিরস্কারের ভাজন

হচ্ছি। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পাত্র। তুমি যাহাতে এ পদবীতে পদার্পণ করিতে ক্ষান্ত হও, সে বিষয়ে আমি সাধ্যানুসারে যত্ন না করিলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। আমাকে এইক্ষণে যথোচিত তিরস্কার করিলেও রাগ প্রকাশ করিব না।

(চোপদারের প্রবেশ।)

চোপ। মহারাজ! ছেলাম পহুঁছে।

বীরে। খবর কহ।

চোপ। মহারাজ! একঠো বুড্‌ঢা বামুন দেউড়ি পর খাড়া হায়, আউর বোল্‌তা হায় আব্‌কা সাত্ত মুলাকাত করেগা।

বীরে। ভিতর আনে কহ।

(চোপদারের প্রস্থান।)

(কিঞ্চিৎ বিলম্বে গণৎকারের প্রবেশ।)

গণ। কাগকুড়ু কুড়ু কাগে তালি. কাগে নাচেন বনমালি। আদিত্যাদি পঞ্চমং দৃষ্টি, এবাড়ীতে একটা জীবের চিন্তা হচ্ছে। দেখ দেখি কাগা হবে কি না হবে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি কোরে, কা, কা, কা,

মরার মুণ্ডে দিয়ে পা।
সদা ডাকছেন কেলে মা॥

পায়ে দিয়ে দুর্ব্বাধান।
মনের কথা গুণে আন॥

প্রিয়। ওহে! তুমি গুণতে পার?

গণ। মহাশয় আপনি বিদ্রূপ কচ্ছেন নাকি?

গীত।

সামান্য নয় আমার গণনা. এতে চুন পুঁটি এড়ায় না!—
যদি খড়ি পেতে গুণ্‌তে করি মন, তবে মর্ত্তে বসে
বলতে পারি ইন্দ্র রাজার ধন, আমি গঙ্গার বালি
গুণতে পারি তাহাতে ভুল হবে না।

প্রিয়। তবে তোমার গণনার বিশেষ ক্ষমতা আছে?

গণ। মুখে আর কি বোলবো, কাজে দেখুন।

প্রিয়। (বীরেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করে) বলো দেখি আমার কি হারিয়েছে?

গণ। দেখ্ দেখি কাগা, দেখতো কি হারিয়েছে। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি কোরে) হাঁ ধাতু ধাতু—ধাতু না কোন জীবের চিন্তা। তানয় তানয় ধাতুই বটে, মহাশয় কাগা বলছে. আপনার যা হারিয়েচে তা পাবেন।

প্রিয়। কোথায় পাব?

গণ। কাগা বলছে কোথায় পাবেন, কোথায় পাবেন (ঊদ্ধদৃষ্টি কোরে) দক্ষিণ দারি ঘরের চালের বাতায় গোঁজা আছে।

(বীরেন্দ্র এবং প্রিয়ম্বদ উভয়ের হাস্য)

প্রিয়। মহাশয়! আপনার গণনা বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি মৃগয়া কর্ত্তে গমন কোরে একটা ঘোড়া হারিয়ে এসেছিলাম তা উত্তম হয়েছে, ঘোড়াটী চালের বাতায় গোঁজা আছে।

গণ। মহাশয় আমার গণনায় সময় আছে, সকল সময়ে সকল প্রকার গণনা ঠিক হয় না।

বীরে। ঠাকুর। আমি কি মনে করেছি বলো দেখি?

গণ। একটা ফুলের নাম করুন দেখি?

বীরে। মালতী ফুল।

গণ। মা-ল-তি। চাঁদের পৃষ্ঠে দিয়ে যান, মনের কথা শুনে আন। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি কোরে) বলত—হয়েছে, আপনার কন্যার চিন্তা কচ্ছেন।

বীরে। (স্বগত) তোমার কপালে আগুন, (প্রকাশ্যে) বোঝা গেছে এখন প্রস্থান করুন।

গণ। মহাশয়! অনেক মেহন্নত করেছি কিঞ্চিৎ পারিতোষিক।

প্রিয়। (সহাস্য বদনে) আপনার যে গুণ ইহার পারিতোষিক অর্দ্ধচন্দ্র।

গণ। মহাশয় পূরো পূরি করে দেবেন।

বীরে। যাও ঠাকুর যাও আর বিরক্ত করো না।

চোপদার (চোপদারের প্রবেশ।)

চোপ। মহারাজ! বন্দা হাজির হেয়।

বীরে। এই বামুন ঠাকুরকো কুচ্ দেকে বাহার কর্ দেও।

চোপ। আও ঠাকুর হামারা সাত্ আও।

বীরে। প্রিয়তম! আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য কর্চ্চে।

প্রিয়। অনুভব হচ্চে কোন অমূল্য নিধি হস্তগত হবে। কারণ দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করা পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। (স্বগত) প্রিয়তমের সৈবিন্ধ্রী লাভে যে প্রকার আগ্রহ দেখিতেছি, ইহাতে পুনঃ পুনঃ প্রতিকূলতাচরণ করা যুক্তি যুক্ত নয়; কারণ তাহা হইলে বন্ধু বিচ্ছেদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোন প্রকার ছলনা ক'রে এস্থান হইতে প্রস্থান করি। (প্রকাশ্যে) সখে! এক্ষণে আমাদিগের স্নানাদির সময় উপস্থিত।

বীরে। হাঁ বেলা অধিক হয়েছে, তুমি গৃহে গমন কর, স্নান ভোজনান্তে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ কত্তে হবে; বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রিয়। অবশ্য, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

(প্রিয়ম্বদের প্রস্থান।)

বীরে। (স্বগত) এক্ষণে কি করি?—উপায় কি? প্রিয়ম্বদের দ্বারা এবিষয়ের কিছুমাত্র উপকারের সম্ভাবনা নাই। সখা এবিষয়ে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। লোকে কথায় বলে—"যে আছাড় না খেয়েছে সে আছাড়ের সোয়াদ জানে না।" এ বিষয়টা তাহার কাছে অপ্রকাশ রাখাই উচিত ছিল, বন্ধু মনে মনে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলেও করিতে পারেন। উপযুক্ত দূতী ব্যতিরেকে এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের নিকটেই মনোগত ভাব প্রকাশ করে। যেখানে দূতীদ্বারা অসম্ভাবিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা, সেখানে সৈরিন্ধ্রীকে হস্তগত করার বিষয়ে উপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। মনোরমা একজন উপযুক্ত দূতী। পারিতোষিকের প্রত্যাশায় যে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটী করিবে না। সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে না কেন? শাস্ত্রে বলে—"বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি,, বোধ হয় আশার সুশার করে আমার নিকট উপস্থিত হ'বে।

(অনতিদূরে মনোরমাকে দর্শন ক'রে)

এই যে, মনোরমা আশ্চে—হাস্যবদনে—কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো। কর্ত্তা মহাশয়! দণ্ডবত হইগো।

বীরে। সুখে থাক। এখন খবর কি বল্, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে তো আশ্‌চিস্।

মনো। খবর আবার কি—যে করে তার মন নরম করেছি, তা আমি জানি আর আমার ধর্ম্ম জানে।

বীরে। এত বিলম্ব হলো কেন?

মনো। বিলম্ব হ'লো কেন—তার সঙ্গে কথা ক'বার যো আছে? আমি কত ফিকির করে বাইরে ডেকে এনে তবে বল্লেম। আমাকে আবার ওবাড়ীর দাসীরা কত ঠাট্টা কল্ল্যে।

বীরে। তা করুগ—তাদের কথায় তোর ভয় কি।

মনো। যদি বড় মা—ঠাক্‌রুণ শোনেন?

বীরে। সে জন্য তুই কিছুমাত্র ভাবনা করিস্ না। যদি সৈরিন্ধ্রীকে আমার হস্তগত করে দিতে পারিস্ তাহলে তোকে আর কাজ করে খেতে হবে না। এখন কি কথা হলো বল্ল?

মনো। আমি তাকে চোক টিপে বাগান বাড়ীতে

ডেকে গেলেম। তার পর আমরা মেয়ে মানুষে যে রকম পাঁচটা কথা কই, খানিক সেই রকম করে কথার পিটে বলে ফেল্‌লেম—"ভাই সৈরিন্ধ্রী। আমাদের কর্ত্তা মহাশয় তোকে যেন সোনার চক্ষে দেখেছে।"

বীরে। এ কথা শুনে সে রাগ কল্লে না?

মনো। রাগ কর্‌বে! হ'য়ে কেন মলেম না।

বীরে। মনোরমা তুই এই পাঁচটা মোহর নে, অনেক্ক বোকে এলি।

মনো। তাইতো—আমার এতে কাজ নাই।

বীরে। রাগ করিস কেন? মনো! তুই এরপর যা চাবি তাই দেব। এখন তার পর কি কথাটী হলো শুনি।

মনো। আমি এই কথা বল্‌তে অমনি হেঁসে গড়িয়ে পড়্‌লো. হাঁসি দেখে আবার বল্লেম—ভাই আজ কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। শুনে চোক টিপে বল্লে "চুপ কর, গোল করে মরিস্ কেন।" এতে আর বাঁকি রইলো কি?

বিরে। মনোরমা! তোর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মনো। কেন?

বিরে। তবে বল্‌বো—রাগ কর্‌বিনেতো?

মনো। আমি আবার রাগ করবো কিসে।

বীরে। তোর আস্‌বার একটু আগে আমি একবার সৈরিন্ধ্রীর কাছে গিয়েছিলেম।

মনো। সব মাটি করে এয়েচো দেখ্‌চি।

বীরে। আমি দুটো একটা তামাসার কথা কইতে একেবারে রেগে উঠে আমাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ কল্লে, আমি তাই শুনে একছুটে বাড়ী চলে এয়েচি।

মনো। আ আমার কপাল! তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিলে কেন? মেয়ে মানুষে কি পুরুষের কাছে হঠাৎ কোন বিষয় স্বীকার পায়, বুক ফেটে মরেতো মুখ ফুটে বলে না।

বীরে। মনোরমা! আমি তার রাগ দেখে একেবারে—

মনো। আর বল্‌তে হবে না—একাজ যে করেচে তাকেই শোভা পায়—আমি আর বেহায়া হয়ে কত বল্‌বো।

বীরে। কি কি বলনা শুনি।

মনো। হাঁসিও পায় দুঃখও ধরে, সেয়ানা পুরুষে কি ধমকে ডরায়? তারা ঠারে ঠোরে সব বুঝ্‌তে পারে।

বিরে। কি করে বুঝ্‌তে পারে?

মনো। তা আবার ভেঙে চুরে বলে দিতে হবে না কি?

বীরে। হবে না?

মনো। ওগো কর্ত্তা! মেয়ে মানুষের যদি পর পুরুষের উপর মন পড়ে, তাহলে চলে যেতে যেতে পেচোন ফিরে চায়, তার সুমুখে ঘুরে বেড়ায়, চকোচকি হলে ঘাড় হেঁট করে, পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটি খোঁড়ে, একটা ছেলে কোলে পেলে তার উপর দিয়ে নানা রকমের কথা কয়।

বীরে। মনোরমা! তুই আমাকে বাঁচালি।

মনো। কর্ত্তা! আমার বড় ভেয়ের বিয়ে হবে।

বীরে। দশ দিন আগে আমাকে বলিস্, তার ভাবনা কি?

মনো। আপনি অত উতলা হ'য়ো না, তা হলে দশ জনে টের পাবে। বিকাল ব্যালা সৈরিন্ধ্রীকে আমাদের বাড়ীতে ডেকে পাঠাও—ডাকলেই সে আস্‌বে।

বীরে। সেই ভাল, কিন্তু এনে বসাব কোথায়?

মনো। সে ভার আমার রইল।

বীরে। তবে এখন তুই বাড়ীর ভেতর যা, আর গোলমালে কাজ নাই।

মনো। তুমি যেন আবার ওবাড়ীতে ছুটোনা, তাহলে সব নষ্ট হবে, নেবু কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে তেঁতো হ'য়ে যায়।

(মনোরমার প্রস্থান।)

বীরে। (স্বগত) মনোরমার মত দূতী এ সহরে খুজে পাওয়া ভার। ওনা হলে সৈরিন্ধ্রীকে হাতে আন্‌তে পাত্তেম না—এখন বলা যায় না, না পেলে বিশ্বাস নাই—সহজে না হয় শেষবেলা জোর—শর্ম্মা ছাড়বার পাত্র নন। একি! মধ্যাহ্ন কালীন নহবত বাজ্জে, এত বেলা হ'য়ে গেছে—কিছু টের পাইনি। যাই স্নান করিগে।

(প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

রাণী বিলাস গৃহে উপবিষ্টা।

রাণী। (স্বগত) মনোরমা যা বলে গেল এর একটী কথা মিথ্যা নয়। বীরেন্দ্র একেবারে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে। কি করি—ধর্ম্ম রাখ্‌তে গেলে ভাই যায়। সৈরিন্ধ্রী সহজে যাবে না—একটা ছল করে পাঠাই। (প্রকাশ্যে) তিলোত্তমা (উচ্চৈঃস্বরে) তিলোত্তমা আ—আ—।

(তিলোত্তমার দ্রুত পদে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

তিলো। মালক্ষ্মী! আমাকে ডাক্‌চেন ?

রাণী। তোরা কোথা থাকিস্ গা? ডাক্‌লে উত্তর পাওয়া যায় না—যা দেখি, একবার সৈরিন্ধ্রীকে ডেকে আন্।

তিলো। যাই মা যাই।

(প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) কি ছল করে এখন পাঠাই, একটা—

(সৈরিন্ধ্রীকে লইয়া তিলোত্তমার রঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ।)

রাণী। তিলু তুই তবে এখন যা, আমাদের একটা বিশেষ কথা আছে।

তিলো। (স্বগত) বাপরে বাপ! কি সোনার চক্ষেই সৈরিন্ধ্রীকে দেখেছে, আমরা থাক্‌লে কোন কথা হয় না!

(প্রস্থান।)

সৈরি। মাতঃ! আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করেছেন ?

রাণী। সৈরিন্ধ্রী! আমার অত্যন্ত পিপাসা হয়েছে, কণ্ঠতালু একেবারে শুষ্ক হয়ে যাচ্চে।

সৈরি। শীতল জল এনে দিব কি?

রাণী। পুনঃ পুনঃ জল পান করেছি কিন্তু তাহাতে পিপাসার সমতা হলো না। তুমি এই স্বর্ণপাত্রটী লয়ে বীরেন্দ্রের বাড়ী থেকে একটু সুরা আন দেখি, সুরা পান ব্যতিরেকে এ পিপাসার সমতা হবে না।

সৈরি। মাতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যা বলবেন তাই কর্ত্তে হবে, কিন্তু স্মরণ করুন, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেছেন "পরপুরুষের নিকট আমাকে পাঠিয়ে দেবেন না।"

রাণী। সৈরিন্ধ্রী! এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কথা, আমি পিপাসায় কাতর হয়ে সুরা আন্‌তে পাঠাচ্ছি, এ সময় পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত নয়।

সৈরি। জননি! আমি কখন আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখা হই নাই। ইহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আপনার সহোদরের বাটীতে আমি কোন ক্রমে যেতে পার্ব্বোনা।

রাণী। সৈরিন্ধ্রী! এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় কথা। অকারণ আমার সহোদরের নিন্দা করোনা। তুমি যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সুরা আন্‌তে না যাও, তাহা হলে আমার নিকট থাক্তে পাবে না।

সৈরি। (সজলনয়নে) আপনার আর অধিক তিরস্কার কর্ত্তে হবে না। আমি যাচ্ছি—কিন্তু মনে রাখ্‌বেন এর পর আক্ষেপ কর্ত্তে হবে।

রাণী। সে যা হয় হবে, এখন যাও, শীঘ্র যাও বিলম্ব কোরো না।

(প্রস্থান।)

সৈরি। (উর্দ্ধদৃষ্টে এবং করযোড়ে।)

কোথা হে পাণ্ডব সখা দুর্জ্জনের অরি।
বিপদে পড়েছি আজ রক্ষা কর হরি॥
সভায় রেখেছ লজ্জা, লজ্জা নিবারণ।
বিরাট ভবনে এসে দেহ দরশন॥
একবার দেখ এসে ওহে দয়াময়।
কি ভাবে রয়েছে তব সখা ধনঞ্জয়॥
যে করে গাণ্ডীব ধনু ধরিত ফাল্গুণী।
সেই করে শাঁখা খাড়ু বাজিতেছে শুনি॥
মস্তকে বাঁধিয়া বেণী পরে আভরণ।
নপুংসক বেশে তোষে উত্তরার মন॥
রন্ধন শালায় বদ্ধ ভীম মহাশূর।
যার দর্পে স্বর্গ মর্ত্য কাঁপে তিনপুর॥
অশ্বশালে সহদেব শীর্ণ কলেবর।
নকুল গোকুল পালে, গোকুল ঈশ্বর॥

ধর্ম্মরাজ হয়েছেন বিরাটের দাস।
এইরূপে প্রায় গত হ'লো বার মাস॥
নানা কষ্টে অজ্ঞাতে রয়েছি ছয়জন।
হৃদ-পদ্মে ভেবে তব অভয় চরণ॥
হঠাৎ হইল নাথ, একি সর্ব্বনাশ।
অবিদ্যা করিতে চায় বিরাটের দাস॥
পরদেশে, ছদ্ম-বেশে বদ্ধ স্বামীগণ।
শত্রু ভয়ে প্রকাশ না হইবে এখন॥
পিতা আছে, ভ্রাতা আছে, আছে স্বামীগণ।
ত্রৈলক্য বিজয়ী তার এক এক জন॥
মম স্বয়ম্বর কালে বীরেন্দ্র দুর্জ্জন।
না পারিল নোয়াতে পিতার শরাসন॥
এখন তাঁহার ভয়ে কম্পিত শরীর।
কি করিব, কোথা যাব, বল যদুবীর॥
স্বঘনে ডাকিছে তব প্রিয় সহচরী।
রক্ষহে পুণ্ডরীকাক্ষ বিপক্ষের অরি॥
পাণ্ডবের বল বুদ্ধি, তুমি নারায়ণ।
বিপদে ওপদে করি এই নিবেদন॥
ভৎসিল বিরাট রাণী ক'রে দাসী জ্ঞান।
বিঁধেছে হৃদয়ে মম তার বাক্যবান॥

কুরুকুলবধূ পঞ্চ সিংহের রমণী।
যার সখা তুমি যদুবংশ চূড়ামণি॥
যাঁর নামে তরে লোক ভব পারাবার।
তাঁর সখী হ'য়ে হ'লো এ দশা আমার॥

কোথায় যাই? কে রক্ষা কোর্ব্বে? সহোদরকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য, রাণী এই যুক্তি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ কোল্লেন না। (রোদন করিতে করিতে) হে অদৃষ্ট! ইচ্ছা হয়, তোমাকে একবার দ্বিখণ্ড কোরে দেখি, যে তোমার মধ্যে আর কি লেখা আছে। তুমি পাণ্ডব-রমণী পাঞ্চালীকে বিরাটেশ্বরীর দাস্য-বৃত্তিতে নিযুক্ত কোরেও ক্ষান্ত হ'লে না? আমার রাজ্য গেছে, ধন গেছে, মান গেছে, বন্ধু গেছে, বান্ধব গেছে, এবং পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণও একবার এ বিপদে দেখা দিলেন না; ইহাতেও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই? এক্ষণে রমণীর শিরোভূষণ সতীত্ব রূপ অয়স্কান্তমণি হরণে যত্নবান্ হোয়েছ? কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সম্মান রক্ষা হবে না। হে রুক্মিণীবল্লভ! তুমি এখনও দ্বারকা পরিত্যাগ কোরে এ দাসীর মান

রক্ষার্থ আগমন কোল্লে না? আমি ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাতকিনীর ন্যায় গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ কচ্চি। হে লজ্জানিবারণ! আমার আর কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব কর্‌বার সময় নাই, তাহা হ'লে রাণী আমার প্রতি দাসীর ন্যায় দণ্ডবিধান কোর্ব্বে; অতএব তোমাকে হৃৎ-পদ্মে স্থাপন ক'রে শত্রুর সম্মুখবর্ত্তিনী হই।

(প্রস্থান।)

যবনিকা পতন

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

রাজ সভা।

রাজা, কঙ্ক, কুমার উত্তর এবং বল্লভ প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট।

রাজা। (কঙ্কের প্রতি) মহাশয়! আপনি আমার প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন। আপনার ন্যায়

সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি আর কখন আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই, আপনি বহুকালাবধি ধর্ম্মাশ্রমে ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজনীতি সমস্তই অবগত আছেন। ভাল বলুন দেখি, তিনি সকল ধর্ম্মাপেক্ষা কোন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, আর কাহাকেই বা উৎকট পাপ ব'লে পরিগণিত কোর্ত্তেন?

কঙ্ক। মহারাজ! এই প্রশ্ন লোয়ে বহুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্মদেবের সহিত আমাদিগের অনেক তর্ক বিতর্ক হ'য়েছিল। অবশেষে শান্তনুসুত এই মীমাংসা কল্লেন—

"সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম 'দয়া' বলি যারে।
'হিংসা'র সমান পাপ নাহিক সংসারে॥

রাজা। মহাবীর ভীষ্মদেব এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান কোরেছেন। কেননা, সংসারীর পক্ষে দয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই! আর হিংসাই হ'য়েছে সর্ব্বনাশের মূল কারণ। দেখুন, কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অতুল বৈভব দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে ছলদ্বারা তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ ক'রেছে। এই যে ভয়ঙ্কর জ্ঞাতিবিরোধ, হিংসাই ইহার মূল কারণ।

কঙ্ক। মহারাজ! যথার্থ অনুভব করেছেন, হিংসাই কেবল সুহৃদ্‌ভেদ করে।

রঘু রাক্ষসের প্রবেশ

রঘু। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক।

রাজা। আস্থন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজ কি শুভ দিন।

রঘু। মহারাজ! আপনার যশঃকুস্থমের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হোয়েছে। এক্ষণে ব্রহ্মণ্য দেবের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হ'য়ে অতুল বৈভব ভোগ করুন।

রাজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে কি?

রঘু। লাভঃ পরমো গোবধঃ—একটা ব্রত-প্রতিষ্ঠা ছিল।

রাজা। বলেন কি? ও যে খাদ্য সামগ্রী।

রঘু। হা হা হা ওঃ—ওটা মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

রাজা। আপনার আহারাদির কি হ'য়েছে?

রঘু। কিঞ্চিৎ জলযোগ হোয়েছে এই মাত্র।

রাজা। কি প্রকার আয়োজনটা হোয়েছিল?

রঘু। যজমানটির এক্ষণে বড় স্থপ্রতুল নাই—কেবল কায়-ক্লেশে হিন্দু হওয়া। তৈজসের মধ্যে এই থাল খানি, আর একটি জলপাত্র কোরেছিলেন। জলপাত্রটি গুরুর জন্য তোলা রইল; আমি পুরোহিত নাছোড়্ বান্দা, কাজে কাজেই আমাকে থালখানি দিতে হ'লো। ব্রাহ্মণ ভোজনের মধ্যে, আমি পুরোহিত, আমাকেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করালেন।

রাজা। আপনি কি সামান্য ব্যক্তি; আপনাকে জলযোগ করালে অষ্টাধিক শত ব্রাহ্মণের ফল লাভ হয়।

রঘু। সাধু, সাধু—কিন্তু মহারাজ! আর পূর্ব্বের মত আহার কর্ত্তে পারিনে।

রাজা। এক্ষণে জলযোগের বিষয়টা কি, বলুন। আমার প্রধান অমাত্য কঙ্কের নিকট পরিচিত হউন; তা হ'লে রাজবাটীর ক্রিয়া কাণ্ডের সময় বিশেষ উপকার দর্শিবে।

রঘু। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অতি যৎসামান্য আয়োজন করেছিলো। পাকা আম্র তিন কাহণ, ছোট আটটা কাঁঠাল, সেরপনর ক্ষীর, তাতেই ধামাচেরেক খই ফেলে নেড়ে চেড়ে মুখে দিলাম। মোণ্ডাও গণ্ডাবার দিয়েছিলো, কিন্তু তাতে মিষ্টতার লেশ নাই। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সাপরাধ হ'য়ে ব'ল্লে—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কেবল কষ্ট দেওয়া হ'লো" আমি ব'ল্লাম—"কেন, যথেষ্ট হ'য়েছে।"

রাজা। (কঙ্ককে সম্বোধন করে) মহাশয়! ইনি পূর্ব্বে উত্তম রূপ আহার কর্ত্তে পার্ত্তেন; এক্ষণে প্রাচীনাবস্থায় এই যৎসামান্য জলযোগেই পরিতৃপ্ত হ'য়েচেন।

কঙ্ক। মহারাজ! পুণ্যাত্মারাই উত্তম রূপ আহার কর্ত্তে

পারেন; আহার দ্বারাই শরীর রক্ষা হয়; আত্মাকে তুষ্ট রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য!

রঘু। ভাল ভাল, তোমার কথায় সন্তুষ্ট হলেম। না হবে কেন? "স পাপিষ্ট ততোধিকঃ,, যেমন রাজা তেম্নি মন্ত্রী।

রাজা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনেক গুলি বচন অভ্যাস আছে, এবং যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ কর্ত্তেও পারেন!

কঙ্ক। মহাশয়ের চতুষ্পাঠী কোথায়?

রঘু। মহারাজের হাতিশালা ঘোড়াশালা সকলই আমার চতুষ্পাঠী।

কঙ্ক। উপাধিটা কি?

রঘু। রঘুরাম বিদ্যালঙ্কার, খ্যাতি 'রাক্ষস ভট্টাচার্য্য'।

রাজা। প্রিয়তম! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুণ বিবেচনা করেই উপাধি দেওয়া হ'য়েছে।

কঙ্ক। মহাশয়ের সন্তানাদি কি?

রঘু। দুটি পুত্র সন্তান।

কঙ্ক। কন্যা সন্তান নাই?

রঘু। কন্যা সন্তানের মধ্য ব্রাহ্মণী—ওঁ বিষ্ণুঃ!

কঙ্ক। হঠাৎ—"ওঁ বিষ্ণুঃ,, বল্লেন কেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

রঘু। হা হা হা—একটা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা ব'লে ফেলেছি।

কঙ্ক। যথার্থ বলেছেন, কথাটা যুক্তিবিরুদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়। "অন্নদাতা সম পিতা"।

রঘু। সাধু সাধু সাধু।

(দ্রুতপদে সৈরিন্ধ্রীর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।)

সৈরি। মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।

(নেপথ্যের অপর দিক্ দিয়া বীরেন্দ্রের প্রবেশ।)

বীরে। তুই কি পালালেই পালাতে পারবি?

(কেশাকর্ষন, ভূতলে পাতিত করণ, এবং পুনঃ পুনঃ মস্তকে পদাঘাত করণান্তর প্রস্থান।)

সৈরি। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে গাত্রোত্থান করে)

ধর্ম্মাসনে ব'সে আছ ধর্ম্ম অবতার।
তোমার সম্মুখে হোলো এত অত্যাচার॥
চুলে ধ'রে মস্তকে করিল পদাঘাত।
না করিলে দণ্ড তার ওহে নর-নাথ॥
উপরোধ করি যদি না কর বিচার।
এই পাপে তব রাজ্য হবে ছারখার॥
ভূপতির পুণ্যে সুখে থাকে প্রজাগণ।
পাপে হয় রাজ্য নষ্ট, শাস্ত্রের বচন॥

বলবান্ ব'লে যদি হ'য়ে থাকে ভয়।
তবে তব সিংহাসনে বসা যুক্তি নয়॥
ক্ষত্র হোয়ে যে না পারে শাসিতে স্বগণ।
কাপুরুষ মধ্যে করি তাহারে গণন॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম হইবে এমন।
তবে কেন লব রাজা! তোমার স্মরণ॥
ধিক্ তার রাজবেশ, রাজ সিংহাসন।
যে না করে প্রাণ রক্ষা লইলে স্মরণ॥
হেঁট মুখে ব'সে আছ রাজ সিংহাসনে।
জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেহ কি কারণে॥

রাজা। সৈরিন্ধ্রি! বীরেন্দ্রের সহিত তোমার কি নিমিত্ত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হোয়েছে? সে বীর পুরুষ হ'য়ে যখন স্ত্রীলোককে আক্রমণ করেছে, তখন অবশ্যই ইহার ভিতর কোন কথা আছে।

সৈরি। মহারাজ! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, পূর্ব্বে আমার প্রতি সে যে সকল কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করেছে, স্ত্রীলোক হ'য়ে সভা মধ্যে তাহা প্রকাশ কর্ত্তে পারি না। (রোদন করিতে করিতে) আহা! আমার সেই দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত রণবিশারদ পতিগণ এক্ষণে কোথায় রইলেন? তাঁহারা পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলেন—“তুমি নির্ব্বিঘ্নে কিছুকাল

বিরাট ভবনে অবস্থিতি কর, আমরা অলক্ষিতে সর্ব্বদা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ব্বো। যদি কোন কামুক ব্যক্তি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহার দণ্ডবিধানে কালবিলম্ব কোর্ব্বো না।” হা বিধাতঃ! তোমাকে আর কি বোল্‌ব? তুমি বিপক্ষ হ’লে জগতে কেহ কার সাপক্ষ থাকে না। ক্ষত্রিয়কুলাধম বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক আহত হোয়ে আমি গলবস্ত্রে বিচার প্রার্থনা কর্চ্চি, নয়নের নীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হ’চ্চে, কিন্তু তুরদৃষ্টবশতঃ রাজা কিম্বা সভাসদগণ কেহই প্রবোধ বাক্যে আমার সান্ত্বনা কর্চ্চেন না।

উত্তর। মহারাজ! সৈরিন্ধ্রী পুনঃ পুনঃ সভাজনকে সম্বোধন করে বিচার প্রার্থনা কর্চ্চে, আপনি ধর্ম্মাসনে উপবেশন কোরে রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে কি নিমিত্ত বিলম্ব কর্চ্চেন? কিছুই কারণ অনুভব কোর্ত্তে পার্লাম না। আপনার যশঃকুসুমের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হোয়েছে। যে রাজ্যে আপনি নরপতি, মহাত্মা কঙ্ক পারিষদ, সেই রাজ্যে কুলকামিনীর সতীত্বনাশক কদাচারী কামুকের সমুচিত দণ্ডবিধান না হ’লে, আপনাদিগকে কলঙ্ক হ্রদে নিমগ্ন এবং চরমে অধোগতি হ’তেই হবে তাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজা। (উত্তরের প্রতি) বৎস! উপস্থিত ব্যাপারের আদ্যোপান্ত অবগত না হোয়ে কি প্রকারে বীরেন্দ্রের প্রতি দণ্ডবিধান করি?

সৈরি। মহারাজ! উপস্থিত কাণ্ডের প্রথমাবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কল্লেন; এক্ষণে আমার প্রাণদণ্ড অবশিষ্ট আছে। যখন দুরাত্মা সভা সমক্ষে আমাকে শোণিতাক্ত কোরে স্বচ্ছন্দ শরীরে স্বস্থানে প্রস্থান কোল্লে, তখন রজনীতে আমার অনায়াসে প্রাণদণ্ড কোরলেও কোর্ত্তে পারে। পতি সত্ত্বে পতিব্রতার এতাদৃশ দুর্গতি কখনই সম্ভাবিত নহে। মহারাজ! আমার ত্রৈলোক্য বিজয়ী পতিগণের এক এক জনের নিকট যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং অমর পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার কোরেছে; সেই মহাত্মাগণের মনোমোহিনী হোয়ে পরাদৃষ্টভোগী দুরাত্মা কর্ত্তৃক সভাসমক্ষে অপমানিত হোলাম; তাঁরা কিছুমাত্র প্রতিকার চেষ্টা কোল্লেন না? যাঁদের শরাসনের শব্দে শমন পর্য্যন্ত শঙ্কান্বিত হোতো, এক্ষণে তাঁদের সে বলবীর্য্য কোথায় রৈল? কে তাঁদের ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা কর্ব্বে? কার শরণাপন্ন হব? বালক এবং স্ত্রীলোকের রোদনে পুরুষমাত্রেরই মন আর্দ্র হয়, কিন্তু আমার

দুরদৃষ্টবশতঃ মৎস্যাধিপতির মন পাষাণাপেক্ষাও কঠিন হোয়ে উঠেছে। মহারাজ স্বয়ং হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গস্বরূপ, উচ্চাসনে উপবেশন কোরে আছেন, অমাত্যগণ বৃহৎ বৃহৎ শৈলখণ্ড সদৃশ, তাঁহার চতুস্পার্শ বেষ্টিত কোরে ইষ্টসাধন কোচ্চেন। এতাদৃশ শৈল-শিখর কি আমার ন্যায় সামান্য রমণীর রোদনে বিচলিত হোতে পারে? কখনই হবে না—কি প্রকারে রজনীতে আমার সতীত্ব রক্ষা হবে—দুরাত্মা বীরেন্দ্র সভাস্থগণের ভীরুতা দর্শনে আমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ কোর্‌বে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

উত্তর। সৈরিন্ধ্রি! আর রোদন কোরো না। তোমার দুরদৃষ্ট দর্শনে এবং কাতরস্বর শ্রবণে আমার মন প্রাণ একেবারে ব্যাকুলিত হোয়ে উঠেছে। কি করি, একে পিতা তাতে রাজ্যাধিপতি, তাঁহার অনভিমতে কোন কর্ম্ম কোর্ত্তে পারি না। পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হ'লে কদাচারী কামুকের দণ্ডবিধান কোর্ত্তে পারি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ কোরে এজন্যই কাপুরুষের ন্যায় উপবিষ্ট আছি।

বল্লভ। সৈরিন্ধ্রি! তুমি আমাদিগকে কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত কোরো না। বলবীর্য্য সত্ত্বেও কেবল

পরাধীনতাবশতঃ জড়ের ন্যায় সভামণ্ডলে উপবেশন কোরে আছি। যদি মহারাজের অনুমতি পাই; তাহা হ'লে এক্ষণেই এই ভুজবলের পরিচয় প্রদান কোর্ত্তে পারি।

রাজা। (জনান্তিকে) প্রিয়তম! এ বিষয় ল'য়ে আর অধিক বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। এই সূত্রে একটা গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হোতে পারে। এক্ষণে তুমি প্রবোধ বাক্যে সৈরিন্ধ্রীকে সান্ত্বনা কোরে অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ কর। ভবিষ্যতে বীরেন্দ্র যাহাতে এরূপ অন্যায়াচরণে ক্ষান্ত হয়, আমি সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা কোর্ব্বো।

কঙ্ক! সৈরিন্ধ্রি! মহারাজ তোমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন কোর্ত্তে অনুরোধ কোর্চ্চেন। তোমার ন্যায় সর্ব্ব গুণসম্পন্না পতিপরায়ণা কামিনীর এতাদৃশ অপমান দর্শনে মৎস্যাধিপতি যারপর নাই লজ্জিত হোয়েছেন। মহারাজ যথার্থই ধর্ম্মাত্মা, এবং ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি নানা গুণে মণ্ডিত। এতাদৃশ মহানুভবকে আর পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। সকলেই অদৃষ্টের বশবর্ত্তী, অদৃষ্টের উপর কেহই বল প্রকাশ কোর্ত্তে পারে না। দেখ, যাঁর শক্তিতে এই ভূতাবাস ভূমণ্ডল সৃষ্টি

হোয়ে যথানিয়মে চোল্‌চে, যাঁর শক্তিতে ঋতু সমূহ পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন কোর্চ্চে, যাঁর শক্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল অঙ্কুরিত হোয়ে বিপুলতর শাখাপ্রশাখাতে সুশোভিত হোচ্চে, যাঁর শক্তিতে নীরদেরা ক্ষীর তুল্য নীর বর্ষণে ক্ষিতিতল শীতল কোর্চ্চে, যাঁর শক্তিতে শোণিত ও শুক্র একত্র হোয়ে এই পঞ্চ ভৌতিক দেহের সৃষ্টি কোরেছে, সেই ভব-ভয়-নিস্তারক ভগবানও যুগে যুগে নরদেহ ধারণ কোরে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ কোরেছেন। ত্রেতাবতার রামচন্দ্র বিমাতা কর্ত্তৃক রাজ্যসুখে বঞ্চিত হোয়ে প্রাণতুল্য সহোদর এবং পতিপ্রাণা জানকীর সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কোরেছেন। নলোপাখ্যানে দময়ন্তীর দুরদৃষ্টের বিষয় অবশ্যই শ্রবণ কোরে থাক্‌বে। এই জন্য আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কর্চ্চি, ধৈর্য্যাবলম্বন কোরে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ কর। ধৈর্য্যরূপ তরণী ব্যতিরেকে বিপদরূপ পারাবারের পারে গমন কর্‌বার আর উপায়ান্তর নাই।

সৈরি। যা বলিলে সভাসদ! সকলি প্রমাণ।
কিন্তু আর না পারি সহিতে অপমান॥

সহজে মানিনী আমি পতি সোহাগিনী।
কেমনে ধরিব ধৈর্য্য হোয়ে অনাথিনী॥
এক দিন সংসার কোরেছি তৃণ জ্ঞান।
সেই আমি দাঁড়াইতে নাহি পাই স্থান॥
কাহার এখন হবো কে দিবে আশ্রয়।
তাই ভেবে দুনয়নে বারিধারা বয়॥
সভায় মারিল লাথি বীরেন্দ্র দুর্জ্জন॥
দুর্ব্বল হোয়েছি কোরে রুধির বমন॥
এতেও পতিরা যদি না করেন রোষ।
কাজে কাজে দিতে হবে অদৃষ্টেরে দোষ॥
যে ব্রতে আছেন ব্রতী মম পতিগণ।
সংসার ডুবিলে নহে বিচলিত মন॥
ধর্ম্মাত্মা সুধীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত জগতের প্রিয়॥
কেবল নারীর প্রতি তাচ্ছিল্য সবার।
প্রমাণ পেয়েছি তার শত শত বার॥

কঙ্ক। সৈরিন্ধ্রি! তুমি পতিপ্রাণা সতী হোয়ে কি প্রকারে প্রতি নিন্দা কোর্চ্চ? যদিও তোমার উপস্থিত বিপদে তাঁরা কোন সাহায্য কোল্লেন না, কিন্তু আমার নিতান্ত বিশ্বাস হোচ্চে, যদি বীরেন্দ্র পুনরায় অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হ'লে

গন্ধর্ব্বেরা তোমার চিত্তরঞ্জনার্থে অবশ্যই তার শাস্তি দিবেন।

যবনিকা পতন।

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় সংযোগস্থল।

রাজবাটীর নাট্যশালা।

রাণী সিংহাসনে উপবিষ্টা।

রাজকন্যাগণ সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।

বৃহন্নলা পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া শিক্ষা দিতেছে।

তিলোত্তমা রাণীকে বীজন করিতেছে।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরি। (সজল নয়নে) রাজমহিষি! প্রণাম করি; সুধার পরিবর্ত্তে আপনার সহোদর কর্ত্তৃক শোণিত প্রদত্ত হোয়েছে; দর্শনে পিপাসার শাস্তি করুন।

। একি! একি!! একি!! কে তোমাকে রুধিরে আক্ত কোরে শমনকে স্মরণ কোরেছে? শীঘ্র প্রকাশ কর; মহারাজকে বোলে এই দণ্ডে তার সমুচিত দণ্ডবিধান কোর্ব্বো।

সৈরি। ক্ষমা কর মহারাণি ! আর কাজ নাই।
বুঝেছি শঠতা তব, কহিতে ডরাই ॥
সভায় মারিল লাথি তব সহোদর।
দেখেছেন সিংহাসনে বোসে নরবর ॥
সভাস্থ সকলে আর কুমার উত্তর।
সমুদিত শাস্তি দিতে হইল তৎপর ॥
কিন্তু মহারাজ তব সন্তোষ কারণ।
কথা-ছলে করিলেন সকলে বারণ ॥
রাজা রাণী উভয়ের নাহি ধর্ম্ম ভয়।
কেন এসে হেন রাজ্যে লোয়েছি আশ্রয় ॥
কি করি কোথায় যাই না দেখি উপায়।
বিদেশে বিপাকে পোড়ে জাতি কুল যায় ॥
নারী হোয়ে না বুঝিলে নারীর বেদন।
ছল কোরে পাঠাইলে সুধার কারণ ॥
সুধা-সিন্ধু মন্থনে উঠিবে হলাহল।
দহিবে তোমার রাজ্য হ'য়ে দাবানল ॥

রাণী। সৈরিন্ধ্রি ! কেন তুমি আমাকে অকারণ অভিযোগ কোচ্চ ? আমি এ বিষয়ের কিছু মাত্র অবগত থাক্‌লে, কখনই তোমাকে সুধা আন্‌তে পাঠাতাম না। তুমি আমাকে গর্ভধারিণী জননীর মত ভক্তি কর বোলে, একাল পর্য্যন্ত উত্তরার অপেক্ষা তোমাকে কিছুমাত্র

ভিন্ন জ্ঞান করি নাই; গ্রহ-বৈগুণ্য বশতঃই আমাকে এই অপযশের ভাগিনী হোতে হ'ল।

তিলো। তা বৈ কি মা! 'দিন যায় ও ক্ষ্যাণ্‌ যায় না।'

বৃহ। সৈরিন্ধ্রি! তুমি আর রোদন কোর না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর; সুখ-দুঃখ চিরস্থায়ী নহে; অত্যন্ত দুঃখের পরই সৌভাগ্যরূপ শশধরের উদয় হ'য়ে থাকে। বোধ হয়, তোমারও তদ্রূপ হবার আর কাল বিলম্ব নাই।

সৈরি। বৃহন্নলে! তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ কোচ্চ?

তুমি নিজে সপুংসক জাতি, নাট্টশালে থাক।
আমি কি ভাবে কাটাই কাল, সংবাদ না রাখ॥
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
বিধি কোরেছে তোমাকে দেখ, স্বভাবে বঞ্চিত॥
নহ নারী যে বুঝিবে তুমি নারীর বেদন।
তাই করিছ আমারে তুমি বিদ্রূপ এখন॥

বৃহ। সৈরিন্ধ্রি! তুমি অভিমানে মুগ্ধ হ'য়ে অনর্থক আমাকে অভিযোগ কোচ্চ। তোমার এই দুর্দ্দশা দর্শনে আমরা সকলেই সশঙ্কিত হ'লাম; কারণ আমরাও পরগৃহে বাস কোরে পরান্নে প্রতিপালিত হচ্চি। যখন আশ্রিত জনের প্রতি এ প্রকার পীড়ন হ'তে লাগ্‌লো, তখন আমরাই কি নিস্তার পাব?

সৈরি। যথার্থ। আমা অপেক্ষাও তোমার অধিক আশঙ্কা হবার কথা। যখন বাসব তুল্য পঞ্চপতির পত্নী হ'য়ে আমিই আত্ম রক্ষা কোর্ত্তে অক্ষম হ'লাম —পতিরা কেহই কৃপাদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত কোল্লেন না, তখন তুমি পক্ষবল শূন্য ক্লীবজাতি হ'য়ে কি প্রকারে কৃতান্তের সহচর বীরেন্দ্রের হস্ত হ'তে নিস্তার লাভের আশা কোর্‌বে ? ধর্ম্মাশ্রম-ভ্রষ্ট আমরা যে কয়েকজন বিরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কোরেছি পর্য্যায়ক্রমে সকলকেই আমার ন্যায় শাস্তিভোগ কোর্ত্তে হবে সন্দেহ নাই।

বৃহ। সৈরিন্ধ্রি! দুঃখ চিরস্থায়ী ভাব্‌লে কেহই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কোর্ত্তে পার্‌ত না। এই কারণেই শাস্ত্রকারেরা বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বন কোর্ত্তে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ কোরেছেন। অতএব এ অবস্থায় আমাদিগের স্থির ভাবে অবস্থান ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই।

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রি! তুমি আর কেঁদনা——তোমার দুটি চোখ রাঙা হ'য়ে উঠেচে। আমি তোমাকে সহোদরা ভগিনীর কোর্ত্তেও ভাল বাসি। তুমি এ অপমান তোমার বিবেচনা কোর না। মা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এ অপমান মায়েরই হ'য়েচে।

আর আমি তোমাকে কোন খানে যেতে দেব না, সর্ব্বদা আমরা দুই বোনে একত্রে থাক্‌ব। (রাণীর প্রতি) মা! তুমি কেন সৈরিন্ধ্রীকে ওবাড়ী পাঠিয়েছিলে? আর কি কেউ ছিল না, যে বেচে বেচে সৈরিন্ধ্রীকে পাঠাতে গ্যাছ? দেখ দেখি মামার আচরণ, আহা চুল গুলো পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গ্যাচে! (সৈরিন্ধ্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া) আহাহা!! রক্ত পোড়্‌চে যে? এর কেউ নেই বোলে কি এমনি কোরে মার্ত্তে হয়? এ পাপটি কিন্তু মা তোমার হবে।

রাণী। মা! আমি কেমন কোরে জান্‌বো যে এত কাণ্ড হবে?

সৈরি। রাজকুমারি! আজ্ ভগবান কেবল আমার মান রক্ষা কোরেচেন, নতুবা কোন প্রকারেই এ চাতুরী হ'তে নিস্তার পেতাম না। এখন ধর্ম্ম রক্ষা হ'য়েছে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হবার কোন সম্ভাবনা দেখ্‌চি না।

উত্ত। আর তোমার ভয় কি? তোমাকে আর কখন আমার চক্ষের অন্তরাল কোর্‌বো না। আমি পূর্ব্বে বিন্দু মাত্র জান্‌তে পার্‌লে কি যেতে দিতাম?

রাণী। সৈরিন্ধ্রি! মা আমার! আর রোদন কোর না,

আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত লজ্জা পেয়েচি। কি কোর্‌বে মা! যা হ'য়ে গ্যাচে তা ত আর ফির্‌বে না। আমি আর তোমাকে অন্তঃপুরের বাহিরে যেতে বোল্‌ব না।

সৈরি। মা! আমি আপনার অনুরোধে ধৈর্য্যধারা কোল্লাম, কিন্তু আমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ ইহার অণু-মাত্র শ্রবণ কোল্লে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হবে। আমি পুনঃ পুনঃ আপনার সহোদরকে আমার প্রতি কুভাবে দৃষ্টিপাত কোর্ত্তে নিবারণ করেছি; কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে তিনি কোন ক্রমেই আমার কথায় কর্ণ প্রদান করেন নাই। কি পরিতাপ!!

অনাথা আমারে দেখে এত অত্যাচার।
তার সমুচিত শাস্তি হবে নাকি তার?
মানুষ হইয়া দ্বন্দ্ব গন্ধর্ব্বের সনে।
সবান্ধবে যেতে হবে শমন সদনে॥
যদি সতী হই, থাকে পতি প্রতি মন।
অবশ্য হইবে আশু বীরেন্দ্র নিধন॥

তিলো। মাগো! সৈরিন্ধ্রী যার খায় তার একটু মুখ পানে চায় না। কট্ কট্ কোরে গাল্ দিচ্চে দেখ।

উত্ত। তোকে কেউ মধ্যস্থ মানে নি, তুই চুপ্‌কোরে

থাক্। চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে? রক্তে যে স্নান করিয়ে দিয়েছে। অমন কোরে আলে তুইও কি ভুলে রাখ্‌তিস?

রাণী। ওগো তোরা ক্ষমা কর্ মা, সব দোষ আমার হ'য়েচে। আমার মা আমার মাথা খেতে যদি সৈরিন্ধ্রীকে না পাঠিয়ে দেব, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন?

তিলো। মাগো! রাজকুমারীকে কোলে কোরে মানুষ কোরেছি; এখন মুখের কাছে দাঁড়ান ভার!

রাণী। আবার কথা কচ্চিস্? তোর বুঝি আর ছেলে মানুষের একটা কথা গায়ে সহ্য হ'ল না?

বৃহ। আর আপনাদের বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) তুমি এখন তোমার রণ-বিশারদ পতিগণকে স্মরণ কোরে কালাতিপাত কর, কালে এ দুঃখ অবশ্যই দূর হবে।

সৈরি। বৃহন্নলে! ভারতভূমে জন্মগ্রহণ কোরে অনেক দুঃখ সহ্য কল্লাম, কিন্তু এপ্রকার অপমানিত হ'য়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। এক্ষণে ইচ্ছা হ'চ্চে, আত্মঘাতিনী হ'য়ে পরপুরুষ-স্পর্শ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

বৃহ। সৈরিন্ধ্রি! অমন অন্যায় কথা মুখে এন-

উতলা না হয়ে যথার্থ পতিপ্রাণার ন্যায় পতিগণকে স্মরণ কোরে কালাতিপাত কর।

উত্ত। আর তোমাদের পাঁচ কথায় কাজ নেই; আমি সৈরিন্ধ্রীকে নিয়ে এখান থেকে যাই (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) এস বোন্! আমরা যাই। আমার যে দুঃখ হ'চ্চে, তা আমিই জানি।

(সৈরিন্ধ্রীকে লইয়া উত্তরার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) সৈরিন্ধ্রীকে ছলনা কোরে বীরেন্দ্রের কাছে পাঠান আমার পক্ষে বিবেচনার কর্ম্ম হয় নি। (বৃহন্নলার প্রতি) বৃহন্নলে! তুমিত পাণ্ডবদিগের গৃহে বহুকাল বাস কোরেচ, বল দেখি, সৈরিন্ধ্রী যে বার বার পঞ্চ গন্ধর্ব্বের কথা বলে, তা কি যথার্থ?

বৃহ। মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী যথার্থই পঞ্চ গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা পত্নী। তাহারা এক এক জন মহাবল পরাক্রান্ত। আপনার সহোদর সৈরিন্ধ্রীর এতাদৃশ অপমান কোরে বুদ্ধির কার্য্য করেন নাই। তাহারা এবিষয় অবগত হ'লে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত কোর্ব্বে। গন্ধর্ব্বেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত কোপনস্বভাব, তাহাতে তাহাদের ত্রৈলোক্য-মোহিনী রমণীর এতাদৃশ দুর্দ্দশা শ্রবণ কোল্লে একেবারে উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে উঠ্বে।

রাণী। (সভয়ে) তাই ত; এখন উপায় কি?

বৃহ। মাতঃ! উপায়ত কিছুই নিরূপণ কোর্ত্তে পারি না।

রাণী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। সৈরিন্ধ্রীকে আশ্রয় দেওয়া বুঝিবা কাজ হয় নাই। ওই বিপদের কারণ হ'ল। (চিন্তা)

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল।

রাজার রন্ধনশালায় ভীম নিদ্রিত।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপ। রাগিণী মল্লার।

তাল মধ্যমান।

রক্ষহে পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডব-নাথ তুমি হরি;
অধৈর্য্য হ'তেছে তনু আর অপমান সইতে নারি।
ভুজবলে কম্পে ধরা, দাসত্ব করিছে তারা,
ধরা-শয্যাশায়ী এখন পবনপুত্র দুষ্টের অরি॥

(ভীমের চরণ ধারণ করিয়া)

উঠ উঠ প্রাণনাথ! দেখ একবার।
অশ্রুজলে ভাসিতেছে বণিতা তোমার॥
সভায় সমস্ত চক্ষে কোরে দরশন।
সুখে নিদ্রা যাইতেছে তোমা হেন জন!
তুমি স্নেহ-শূন্য হ'লে দাসীরে এখন?
তবে আর প্রাণ রেখে কোন্ প্রয়োজন?

ভীম। (নিদ্রাভঙ্গে শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) একে, প্রিয়তমে!! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তোমার সজল নয়ন, ছিন্ন বসন, সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক শোণিত দর্শন কোরে আমার মনঃপ্রাণ ব্যাকুলিত হ'য়ে উঠ্‌চে। পাঞ্চালি! বিধাতা কি তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখেছিলেন?— উঃ—আর সহ্য কোর্ত্তে পারি না।

(করে করমর্দ্দন)।

দ্রৌপ। বলিতে মুখেতে বাক্য সরে নাক আর।
দুঃখের অভাব পতি যুধিষ্ঠির যার?
ব্যথায় ব্যথিত অঙ্গ চলে না চরণ।
থেকে থেকে করিতেছি রুধির বমন॥
তুমি বিদ্যমানে হোল এ দশা আমার।
অতএব পাপ-প্রাণ না রাখিব আর॥

ভীম। প্রেয়সি! তুমি পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্ব ধন। তোমার গুণেই দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসে আমরা কিছুমাত্র কষ্টানুভব করি নাই। তুমিই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত মহিষী। তোমার ন্যায় ধৈর্য্যবতী রমণী না হ'লে আমাদের এ অজ্ঞাত-বাস কোন ক্রমেই, শত্রু-পক্ষের অজ্ঞাত থাকৃত না।

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত! জগদুজ্জ্বল-কুরুকুল-বধূ হ'য়ে বিরাট ভূপতির দাস কর্ত্তৃক সভা সমক্ষে অপমানিত হ'লাম?

ভীম। কি করি, পাণ্ডবনাথের আজ্ঞা ব্যতিরেকে কিছুই কোর্ত্তে পারি না। নতুবা সভাগারের সম্মুখ-স্থিত বিল্ব বৃক্ষের আঘাতে দুরাত্মার মস্তক চূর্ণ কোরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোর্ত্তাম্।

দ্রৌপ। ধর্ম্মরাজই কেবল ধর্ম্মকে চিনেছিলেন। হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বোঝা ভার—

ধর্ম্মরাজ দুঃখ পান ধর্ম্মের কারণ।
অধর্ম্মে সর্ব্বদা সুখী রাজা দুর্য্যোধন॥
'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ' শাস্ত্রে আছে ধ্বনি।
তার ফল না পেলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
স্বর্ণ গৃহে বাস করে রাজা দুর্য্যোধন।

ধরাশয্যা—(রোদন)

ভীম। গুণবতি! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের

বশবর্ত্তী হ'য়ে নানা কষ্টে কালাতিপাত কচ্চি, এবং কুরুকুল-কণ্টক দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণ কোরেও আপাততঃ এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন কোরেচে, কিন্তু কালে "ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়" অবশ্যই হবে। আমাদের অজ্ঞাত বাসের আর অল্পকালই অবশিষ্ট আছে; তার পরই আত্ম-প্রকাশ কোরে এই ভুজবলের পরিচয় প্রদান কোর্ব্বো। গদার প্রহারে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মস্তক চূর্ণ কোর্ব্বো, দুঃশাসনের হৃদয় বিদীর্ণ কোরে অঞ্জলি পূরে রক্তপানে তাপিত হৃদয় শীতল কোর্ব্বো। জীবিতেশ্বরি! তুমি আর পুনঃ পুনঃ আমার ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান কোর না। তোমার নয়ন বারি হবিঃস্বরূপ হ'য়ে আমার ক্রোধানলকে শতগুণ প্রজ্বলিত কোরে তুল্‌চে। আমি বিনয় কোরে বল্‌চি, আর কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর; কেবল তোমার ধৈর্য্যের উপরই আমাদের সমস্ত শুভাশুভ নির্ভর কোর্চ্চে।

দ্রৌপ। আর যে ধৈর্য্য থাকে না! একবার ভেবে দেখ দেখি, কুরু-সভায় কি কাণ্ড হ'য়েছিল। সে অপমানে কি স্ত্রীলোকের প্রাণ থাকে?

স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম পোরে মলিন বসন।
কেশে ধোরে সভায় আনিল দুঃশাসন ॥
সভায় ছিলেন বোসে যত বিজ্ঞগণ!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, গুরুর নন্দন ॥
তাঁদের সম্মুখে হোল এত অত্যাচার।
বিবস্ত্রা করিতে যায় কৌরব কুমার!!
হায় হায়! কব কায় মনের বেদন।
কুলবধূ কহিলাম সভায় বচন ॥
এলো কেশ ছিন্ন বেশ চক্ষে শতধার।
তবু কার নাহি হ'ল দয়ার সঞ্চার ॥
নিরুপায় হ'য়ে স্মরি শ্রীমধুসূদন।
বিপদে দিলেন দেখা বিপদ-ভঞ্জন ॥
যত টানে তত বাড়ে অঙ্গের অম্বর।
স্বচক্ষে দেখেছ বোসে পঞ্চ সহোদর ॥
উচিত বলিতে গেলে পতি-নিন্দা হয়।
"দোষা বাচ্যা গুরোরপি" শাস্ত্রে হেন কয় ॥

ভীম। প্রিয়তমে! কেবল ধর্ম্মভয়ে মর্ম্ম-বেদনা সহ্য কোরে কাপুরুষের ন্যায় কর্ম্ম কোরেছি। পূর্ব্ব কথা তোমার অবশ্যই স্মরণ আছে, সভা সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কোরে এসেচি, গদার প্রহারে ধৃতরাষ্ট্র-বংশ ধ্বংস কোরে তোমার সান্ত্বনা সম্পাদন

কোর্ব্বো। আর অজ্ঞাত-বাসের ত্রয়োদশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তার পরেই তুমি পৃথিবী-পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী হ'য়ে ইন্দ্রালয় তুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ-প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন কোর্ব্বে।

দ্রৌপ। যত বল প্রাণকান্ত! তাতে না হইব শান্ত;
শুভ হবে অদৃষ্টে তাহার!
দাঁড়াতে না পাবে স্থান, পদে পদে অপমান,
ধর্ম্মপুত্র বল্লভ যাহার॥

রাজসূয় যজ্ঞ কালে, লক্ষ লক্ষ মহীপালে
ছত্র-তলে দাসত্ব করিল।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর
কর দিয়া চরণ পূজিল॥

সেই মত্ত অধিকারী হয়েছেন ব্রহ্মচারী,
ধরাশয্যা শয়ন তাঁহার;
মস্তকে জটার ভার, সে ভাব নাহিক আর
আজ্ঞাবহ বিরাট রাজার!

দ্রুপদ-নন্দিনী আমি, ভীম ধনঞ্জয় স্বামী,
যাঁদের শমন শঙ্কা করে।
সর্ব্বদা কম্পিত কায়, চোরের রমণী প্রায়
দাসী হ'য়ে বিরাটের ঘরে॥

তুমি হেন মহাবল, যার দর্পে ধরাতল
শায়ী হ'ল হিড়ম্ব রাক্ষস।
বকের বধিয়া প্রাণ, রাখিলে দ্বিজের মান ;
গদা যুদ্ধে সংসারে সুযশ ॥

কত আর রব সয়ে, পাচক ব্রাহ্মণ হ'য়ে
হ'লে শেষ বিরাটের দাস।
উহু উহু মরি মরি ! অট্টালিকা পরিহরি
রন্ধন-শালায় তব বাস ॥

রন্ধনে নিপুণ জন্য সবে করে ধন্য ধন্য,
'বল্লভ' তোমার পরিচয়।
ত্যজে গদা ধনুঃশরে কটাহ ধরেছ করে,
তাই দেখে মৃত্যু ইচ্ছা হয় ॥

মহাবীর ধনঞ্জয়, লক্ষ ভূপে পরাজয়
যে করেছে মম স্বয়ম্বরে।
জগজ্জয়ী দেব অংশ যুদ্ধে জিনি যদুবংশ,
সুভদ্রাকে বলে লয় হরে ॥

দহিয়া খাণ্ডব বন, তৃপ্ত কোরে হুতাশন
এক পক্ষ ভূভার বহিল।
সেই বীর ক্লীব হ'য়ে, স্ত্রীগণের মধ্যে রোয়ে
শাঁখা খাড়ু সিন্দুর পরিল ॥

সহদেব অশ্বপালে, নকুল গোকুল পালে,
দেখে দুখ দুখে তনু দয়।
রাজবালা রাজমাতা কাঁদিছেন ভোজ-সুতা
ল'য়ে এবে বিদুর আশ্রয়॥

ভীম। ভাবিনি! আর গতানুশোচনায় আবশ্যক নাই; আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা স্মরণ পথের পথিক হ'য়ে আমাকে একেবারে অধীর কোরে তুলেচে। ইচ্ছা হ'চ্চে এই মুহূর্ত্তে গদাগ্রহণ কোরে হস্তিনাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন-সাধন দ্বারা সুস্থ হই।

দ্রৌপ। নাথ! এখন কৌরবদিগের মর্ম্মভেদা আচরণ স্মরণ কোরে মনকে ব্যথিত কর্‌বার সময় নয়। আমার অনুরোধ এই, পামর বীরেন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্তের যাতে কাল বিলম্ব না হয়, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি গর্ব্বের সহিত সকলের নিকট পঞ্চ গন্ধর্ব্বের পত্নী বোলে পরিচয় দিয়ে থাকি; দুরাত্মার প্রতিফল লাভে বিলম্ব হ'তে গেলে, তারা আমাকে যার পর নাই পরিহাস কোর্ব্বে, আর সে দুষ্টও আমাকে একেবারে অনাথা বিবেচনা কোরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার

কোর্ত্তে ক্ষান্ত হবে না। সে অপমান আমি প্রাণ থাক্‌তে সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

ভীম। (স্বগত) নরাধম বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক অপমানিত হ'য়ে প্রিয়ার অত্যন্ত অভিমান হয়েচে। এক্ষণে উপায় কি? (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! এবিষয়েও আবার আমাকে অনুরোধ কোর্চ্চো? তোমার অপমান আমার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হয়েচে। কিন্তু কি করি, পাণ্ডবনাথের অনুমতি ব্যতিরেকে কি প্রকারে উহার নিধন-সাধন করি?

দ্রৌপ। মহারাজ ত আর অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা রাখেন নি।

ভীম। কেন?

দ্রৌপ। তোমার স্মরণ থাক্‌বে, তিনি সর্ব্ব শেষে আমাকে এই বোলে প্রবোধ দিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! তুমি পতিপ্রাণা সতী হ'য়ে কি প্রকারে পতি নিন্দা কোর্চ্চ? যদিও তোমার উপস্থিত বিপদে তাঁরা কোন সাহায্য কোল্লেন না, কিন্তু আমার নিতান্ত বিশ্বাস হোচ্চে গন্ধর্ব্বরা তোমার চিত্ত-রঞ্জনার্থে অবশ্যই তাহার শাস্তি দিবেন।"

ভীম। যথার্থ। সে বিবেচনায় আমার প্রতিই এক-প্রকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কি প্রকারে

উভয় দিক্ রক্ষা করি? বীরেন্দ্রের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ কোর্ত্তে গেলে আমাদের এ অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাত থাকে না! (চিন্তা ও কিয়ৎক্ষণ পরে) হয়েছে; প্রেয়সি! এক সদুপায় স্থির কোরেছি।

দ্রৌপ। কি প্রকারে উভয় দিক্ রক্ষা হ'তে পারে বল দেখি?

ভীম। রজনী প্রভাত হ'লে বীরেন্দ্র গর্ব্ব প্রকাশ কোর্ত্তে অবশ্যই রাণীর আবাসাভিমুখে আগমন কোর্ব্বে, তুমি তৎকালে তাহার প্রতি রোষ প্রকাশ না কোরে, সকলের চক্ষের অন্তরালে তাহাকে সংক্ষেপে আশ্বাস প্রদান কোর্‌বে।

দ্রৌপ। কিরূপ আশ্বাস প্রদান কোর্ব্বো?

ভীম। তুমি তাকে বোল্‌বে, আমি লোকাপবাদ ভয়েই মনোভাব গোপন কোরে এ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি কপট কোপ প্রকাশ কোরে এসেচি, কিন্তু সেজন্য আমাকে সেরূপ প্রহার করা প্রেমিকের কার্য্য হয় নি। যা হ'ক, প্রকাশ্যে আর আমার সঙ্গে কথোপ-কথনের প্রয়োজন নাই, আজ্ রাত্রিতে তোমার সহিত নাট্যশালার নির্জ্জন গৃহে সাক্ষাৎ কোর্ব্বো। সে তোমার আশারূপ মৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হ'য়ে নিশ্চয়ই সেই তিমিরাবৃত স্থানে উপস্থিত হবে, সেইখানে

তার প্রাণ-বিনাশ কোরে সকল দিক্ রক্ষা কো-রবো।

দ্রৌপ। প্রাণকান্ত! উত্তম উপায় স্থির কোরেছ, ইহা-ভিন্ন ছদ্মবেশে বীরেন্দ্র-বিনাশের অন্য উপায় নাই। তবে এই যুক্তিই স্থির——এখন আমি স্বস্থানে গমন করি। (গমন কালীন্ ভীমের হস্তধারণ করিয়া) দেখো নাথ! যেন দাসীর মান রক্ষা হয়।

ভীম। প্রাণেশ্বরি! আর কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কোর্চ্চ, তোমাকে আহত কোরে পাপাত্মা এখনও জীবন ধারণ কোর্চ্চে এই আশ্চর্য্য! এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, আর কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্বের আবশ্যক নাই।

দ্রৌপদীর প্রস্থান

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল।

নাট্যশালার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ।

বীরেন্দ্র এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন।

বীর। কিগো বিধুমুখি! কাল যে তাড়াতাড়ি রাজসভায় ছুটে গেলে——রাজা রক্ষা কোর্ত্তে পাল্লেন না? তুমি যমের হাতে পোড়েছ! আমার নাম বীরেন্দ্র; যম আমাকে যম দেখে।

সৈরি। আহা! বিধাতা বেছে বেছে কি রসিক পুরুষের হাতেই আমাকে ফেলেচেন! এর পরে "আওত রেণ্ডি পাঞ্জা লড়ে" না বোল্লে বাঁচি। কাল কি রসিকতাই প্রকাশ কোরেছ!

বীর। কেন কেন, মেরেচি বোলে রাগ হ'য়েচে? আমার সহস্র অপরাধ, আমার সহস্র অপরাধ——মাথা পেতে দিচ্চি, আমার মাথায় গুণে একশ লাথি মার—তা হ'লে ত রাগ পোড়্বে? কন্দর্পশরে আহত হ'য়ে আমি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়েছিলাম, তা না হ'লে ওরূপ অন্যায়াচরণে কখনই প্রবৃত্ত হ'তাম না!

সৈরি। আমার অনুভব হোচ্চে, তুমি এ পদবীতে কখনও পদার্পণ কর নাই।

বীর। যথার্থ অনুভব কোরেচ। তোমার মনোগত ভাব বুঝ্‌তে না পেরে, আমি কি অন্যায় কাজই কোরেচি। যাক্‌, এখন আমার মস্তকে পদাঘাত কোর্ত্তে আর বিলম্ব কোর না।

সৈরি। তোমার মত আমার হৃদয় পাষাণ নয়।

বীর। ক্ষমা দেও ধরি ধনি! তোমার চরণ।

গত সূচনায় আর নাহি প্রয়োজন,
ধনি! নাহি প্রয়োজন॥
যথার্থ হ'য়েছি দোষী চরণে তোমার।
অধীন জনারে কর বৃথা তিরস্কার,
আর বৃথা তিরস্কার॥

সৈরি। অব্যবস্থিত পুরুষের করে আত্ম-সমর্পণ কোর্ত্তে আমার আশঙ্কা উপস্থিত হ'চ্চে। মন পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এক দিন তাচ্ছিল্য করেছিলাম; একেবা'র খুন কোর্ত্তে উদ্যত! এ প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ধর্ম্ম নয়।

বীর। পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'তেছে আমার।
কি প্রকারে ধৈর্য্য ধোরে সহ্য করি আর?
আশা পেলে আশার আশায় রাখি প্রাণ;
আর কি সহিতে পারি মদনের বাণ?

কেটে কেটে লবণাক্ত করিতেছ ধনি!
এও কি প্রেমের রীতি সুধাংশুবদনি?
বিধুমুখে হেসে কথা কও একবার।
আশা দিয়ে প্রাণ রাখ অধীন জনার॥
সত্য সত্য সত্য মম সত্য অঙ্গীকার।
চিরকাল হ'য়ে রব অধীন তোমার॥
যা বলিবে তা করিব ইথে নাহি আন্।
তৃষিত চাতকে কর আশা-বারি দান॥

সৈরি! প্রণয় অমূল্য নিধি; কিন্তু পরকীয় প্রণয় যত গোপন থাকে ততই মঙ্গল।

বীর। তোমার মনোগত ভাবটা কি বল দেখি?

সৈরি। আমার ইচ্ছা, সকল দিক্ রক্ষা কোরে চলি। আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। মনে কোর্‌লে এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন কোর্ত্তে পার, কিন্তু প্রণয় সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি পঞ্চ গন্ধর্ব্বের পত্নী, তার এর বিন্দু বিসর্গ অবগত হ'লে এক ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হবে। গন্ধর্ব্ব জাতিরা মায়ায় ত্রিভুবন মুগ্ধ কোর্ত্তে পারে। তোমার সহিত ঘর কন্না কোর্ত্তে গেলে তারা কি আমাকে জীয়ন্ত রাখ্‌বে?

বীর। তোমার গন্ধর্ব্ব পতিরা কি অত্যন্ত বলবান্?

সৈরি। কেন ভয় হ'য়েছে নাকি?

লজ্জা, মান, ভয়, সব দূর হয়,
প্রণয়ে দীক্ষিত হ'লে।
লোকের গঞ্জনা, যেমন বাঞ্ছনা
ফলে কিছু নাহি ফলে॥
ক্রমে জ্বালাতন হ'লে পরে মন,
সকল অগ্রাহ্য করে।
মরণের ভয়, তাও নাহি রয়
প্রণয় নিধির তরে॥

বীর। যথার্থ বোলেছ; যদি লজ্জার ভয় থাক্‌তো, তা হ'লে কি তোমার পেছনে পেছনে রাজসভায় যেতে পার্ত্তাম? সে যা হ'ক, শশিমুখি! বল দেখি অদ্য রজনীতে কোথায় আমরা একত্রে সম্মিলিত হব?

সৈরি। তার জন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, তা বহুকাল পূর্ব্বে আমি স্থির কোরে রেখেছি।

বীর। কোথায় কোথায়? বল বল, শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হ'ক্।

সৈরি। নাট্যশালার তিমিরাবৃত নির্জ্জন গৃহে।

বীর। ঠিক্ বোলেছ ঠিক্ বোলেছ। সৈরিন্ধ্রি! তোমার কি বুদ্ধি ভাই!

সৈরি। বাহাবা দেবার সময় আছে; এখন আমার কাছে তোমার একটি প্রতিজ্ঞা কোর্ত্তে হবে।

বীর। কি কোর্ত্তে হবে বল না।

সৈরি। এ কথা কারো কাছে প্রকাশ কোর্‌বে না। মনোরমা যেন ফাকি দিয়ে পেটের কথা বার্‌কোরে নেয় না।

বীর। এ কথা যদি মনোরমাকে বলি, তবে আমায় যে—

সৈরি। দিব্যি কোর্ত্তে হবে না, দিব্যি কোর্ত্তে হবে না, তোমার কথাতেই আমি বিশ্বাস কোল্লাম; কিন্তু রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বে কোনক্রমে নাট্যশালায় প্রবেশ কোর না।

বীর। তোমার কথা এখন আমার ইষ্ট-মন্ত্র হয়েছে; তুমি যা বোল্‌বে তাই কোর্ব্বো।

সৈরি! তবে আমি যাই, আর বিলম্ব কোর্ত্তে পারিনে। হয়ত উত্তরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্চে। আমি উদ্যানের পুষ্করিণীতে গা ধোবার ছলনা কোরে এসে ছিলাম। (দ্রুতপদে প্রস্থান।)

বীর। যাই বলুক, মারের চোটে সব হোয়েচে —— আর কেন, এখান থেকে যাই।

বীরেন্দ্রের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।

তৃতীয় সংযোগস্থল।

বীরেন্দ্রের শয়ন মন্দির।

বীর। (কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট; বামহস্তে দর্পণ ধরিয়া; স্বগত) পোশাখ্‌টা কিছু মন্দ হয়নি—একটা কি টুপি মাথায় দেব ?—না, তা হ'লে চুলগুলো ঢাকা পোড়ে যাবে।

(নেপথ্যে নূপুরের শব্দ)

একি! শশিকলা আস্‌চে নাকি ? ভাল বিপদ!!

(শশিকলার রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ)

শশি। (বীরেন্দ্রের প্রতি) একেবারে সেজে গুজে বোসে যে; এত রাত্রে কোথায় গমন হবে ?

বীর। অলঙ্ঘনীয় রাজকার্য্যে গমন কচ্চি।

শশি। রাজকার্য্যে গমনের কি এই বেশ ?

বীর। তোমার ইচ্ছা, সর্ব্বদাই আমি সৈনিক পরিচ্ছদ পোরে থাকি ?

শশি। কোন পরিচ্ছদেই আজ্ নিজ ভবন পরিত্যাগ করা হবে না। আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ কচ্চি, দাসীর কথা কোন ক্রমেই অবহেলা কোর্ত্তে পাবে না।

বীর। স্ত্রীলোককে পারা ভার; তোমার মনে বুঝি অন্য কোন ভাবের আবির্ভাব হোল ?

নিতান্ত তোমার আমি জান চিরকাল।
তবে কেন মিছামিছি ঘটাও জঞ্জাল ?
তোমারে করিতে তুষ্ট প্রাণ করি পণ।
তব আজ্ঞাকারী হ'য়ে আছি সর্ব্বক্ষণ॥
ঊনশত দেবর তোমার আজ্ঞাকারী।
দাস্য-বৃত্তি করিতেছে তাহাদের নারী॥
রাজা রাণী সর্ব্বদা তোমার তোষে মন।
তথাচ বিরস কেন হয় চন্দ্রানন ?

শশি। প্রাণকান্ত! রমণীর প্রার্থনীয় সমস্ত সুখই ভগবান্ আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু আজ্ (রোদন)—

বীর। মনের কথাটা কি প্রকাশ কোরেই বল না? অনর্থক রোদনের প্রয়োজন কি?

শশি। অকারণে কেন আমি করিব রোদন।
শেষ রজনীতে কাল দেখেছি স্বপন॥
কোথা থেকে এসে এক বীর অবতার।
কপটে তোমারে যেন কোরেছে সংহার॥
মাংসপিণ্ড করিয়াছে সোনার শরীর।
অবিরত তাহা দিয়া ঝরিছে রুধির॥
রাজা রাণী কাঁদিতেছে তোমার কারণ॥
দিনে অন্ধকারময় বিরাট ভবন॥
তার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল আমার।

উঠে দেখি ডান্ চক্ষু নাচিছে আবার ॥
চলিতে উছট্ লাগে শরীর বিকল।
অকারণ অবিরত চক্ষে বহে জল ॥

বীর। ছি ছি ছি ছি——একটা স্বপন্ দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌তে আরম্ভ কোল্লে? তুমি বীর-পত্নী, সেটা কি একেবারে বিস্মৃত হ'য়েছ?

শশি। নাথ! আমি নিতান্ত অবোধ নই, কিন্তু কি করি, মন যে একেবারে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর্চ্চি, সেই দিকেই অমঙ্গলের চিহ্ন দর্শন কর্চ্চি। রজনীতে তোমাকে কোন ক্রমেই বাটীর বহির্ভাগে গমন কোর্ত্তে দেব না।

বীর। এ তোমার অন্যায় অনুরোধ। এ অনুরোধ আমি কোন মতেই রক্ষা কোর্ত্তে পারি না; আমাকে অবশ্যই গমন কোর্ত্তে হবে। (গমনে উদ্যত।)

শশি। ওহে নাথ! যাব যাব বোলনা বোলনা।
অভাগীরে অনাথিনী কোরনা কোরনা ॥
সাধ কোরে কালসর্প ধোরনা ধোরনা।
এ নিশিতে নিজালয় ছেড়না ছেড়না ॥

বীর। কারে করি ভয়, আমি কারে করি ভয়?
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর,

ভুজবলে করিয়াছি সকলেরে জয়।
কারে করি ভয়, আমি কারে করি ভয় ?

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণবীর, মম অস্ত্রে নহে স্থির ;
শূন্য আচ্ছাদিতে পারি কোরে অস্ত্রময়।
কারে করি ভয়, আমি কারে করি ভয় ?

সমান দীক্ষিত রণে, হস্তী-অশ্ব-রথাসনে,
গদাযুদ্ধে বৃকোদর সমতুল্য নয়।
কারে করি ভয়, আমি কারে করি ভয় ?

কে আমার আছে অরি ? শমনে না শঙ্কা করি
হৃদয়ে সর্ব্বদা স্মরি জয় শিব জয় ! !
কারে করি ভয়, আমি কারে করি ভয় ?

শশি। (রোদন করিতে করিতে)
একান্ত যদ্যপি কান্ত ! করিবে গমন।
দাঁড়াও নয়ন ভরে করি দরশন॥
একেবারে অধীনীর ভেঙেছে কপাল।
এ রজনী হ'ল আজি মম পক্ষে কাল॥
বুদ্ধিমান্ হ'য়ে হ'লে অবোধের প্রায়।
আমার সুখের নিশি বুঝি অস্ত যায়॥
প্রভাতে না হেরি যদি তোমার বদন।
তখনি এছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন॥

বীর। আর আমি তোমার মিছে কান্না শুনে বিলম্ব কোর্ত্তে পারি না।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

শশি। এখন কি করি, প্রাণকান্ত কোন মতেই আমার বারণ শুন্‌লেন না। অদৃষ্টে কি আছে কিছুই বোল্‌তে পারি না—স্বপ্নের কথা কিছু সকল সময় সত্য হয় না, কিন্তু মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মান্‌ছে না! শয্যায় শয়ন কোর্ত্তে পার্‌বো না। এই ভাবেই সমস্ত রাত্রি পতির পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করি।

যবনিকা পতন।

পঞ্চমাঙ্ক।

চতুর্থ সংযোগস্থল।

তিমিরাবৃত নাট্যশালা।

ভীম নারীবেশে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট।

ভীম। (স্বগত) দুরাত্মা এখনও আস্‌চে না কেন, টের্ পেয়েছে নাকি? না—টের্ পাবার বিষয় কি? একবার ঘরে প্রবেশ কোল্লে হয়, ঘাড়্‌টা মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌বো। (নেপথ্যে পায়ের শব্দ শুনিয়া) সেই আস্‌চে।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

বীর। আমার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত নিধি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে কোথায় পোড়ে রয়েছে ! চন্দ্রাননে! একবার করতালি প্রদান কর ; আমি সেই শব্দরূপ রজ্জু ধারণ কোরে তোমার নিকটস্থ হই। আর আমার সহিত পরিহাস কোরনা। প্রায় একপক্ষ কাল তোমার বিরহরূপ বিষাক্ত শরে হৃদয় জর্জ্জরীভূত হ'য়ে রয়েচে। বিশেষতঃ দিনমণি অস্তাচল-শায়ী হওনাবধি একাল পর্য্যন্ত যে কি প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা বর্ণন কোর্ত্তে পারি না। একান্ত অধীনকে আর কষ্ট দিওনা।

ভীম। (করতালি প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গমন।)

বীর। (আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া) কৈ ! কোন্ দিকে ? (উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিয়া বীরেন্দ্রের গমন।)

ভীম। (গমনপথে একখানি কাষ্ঠাসন স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে (কোন্ দিকে যাচ্চ ?

বীর। আঃ ! কিছুই যে দেখ্‌তে পাই না। সৈরিন্ধ্রি ! আর একবার করতালি দেও।

ভীম। (উত্তরদিকে করতালি প্রদান করিয়া দক্ষিণধারস্থ পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন)

বীর। এ দিকে নয়;—সৈরিন্ধ্রি! আমার একবার হাতটা ধর, আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না।

ভীম। তুমি যে নাটাই ঘুরে বেড়াচ্চ; ঠিক্ সোজা এস না।

বীর। সোজা যাব? (কাষ্ঠাসনের উপর পতিত হইয়া) সৈরিন্ধ্রি! ভাল কষ্টটা দিলে!

ভীম। বুড়ো মিন্সে শুক্‌নো মাটিতে আচাড়্ খেলে? ছি ছি ছি!!

বীর। আমি কি পোড়েচি? একখানা কি ভেঙ্গে গেল।

ভীম। এই আমি, ঠিক্ এস। (বীরেন্দ্রকে নিকট-বর্ত্তী অনুভব করিয়া) দাঁড়াও, আমার একটি কথা আছে।

বীর। এখনও কথা আছে? তোমার যে কথা ফুরোয় না।

ভীম। বটে! রাজসভার মাঝখানে দশগণ্ডা লাথি মাল্লে, আমি বুঝি তার শোধ নোবো না? আমরা মেয়েমানুষ।

বীর। আমার মাথায় লাথি মাল্লেই রাগ পড়ে ত মার। (মস্তক অবনত করণ

ভীম। অমন হবে না, হাঁটু গেড়ে বোস।

বীর। আচ্ছা তাই বোস্‌চি। (উপবেশন ও মস্তক অবনত করিয়া) কৈ মার না, আর বিলম্ব কেন?

ভীম। (সজোরে পদাঘাত)

বীর। বাবারে!! এ লাথি ত কম লাথি নয়! (পুনঃ পদাঘাতের পর) উঃ—এ ত স্ত্রীলোকের পদাঘাত নয়, তা হ'লে কখনও আমার হৃৎকম্প হোত না। (উত্থান চেষ্টা।)

ভীম। (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া) সৈরিন্ধ্রীর সহিত প্রেমালিঙ্গনে তাপিত হৃদয় শীতল কর্। (বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত)

বীর। কি সর্ব্বনাশ!! আমি কুহকিনীর চাতুরী জালে নিপতিত হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় হত হব! ধিক্ আমাকে!!

ভীম। (হুঙ্কার শব্দে) কামুকেরা এই প্রকারেই হত হয়।

বীর! দুরাত্মন্! তুই স্ত্রীলোকের পরামর্শে কাপুরুষের ন্যায় আমাকে গুপ্তাঘাত কল্লি, এতে তোর কিছু-মাত্র পুরুষত্ব নাই।

ভীম। বলে, ছলে, কৌশলে যে প্রকারে হ'ক শত্রুকে সংহার কোর্ত্তে পাল্লেই পুরুষত্ব প্রকাশ হয়।

(উভয়ের বাহু যুদ্ধ, কিঞ্চিৎ বিলম্বে বীরন্দ্রকে ভূশ-য্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলের উপর উপ-বেশন।)

পাপাত্মার কি কঠিন প্রাণ!—এখনও মরে নি!!
—(মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত)

(গোঁ গোঁ শব্দে বীরেন্দ্রের দেহ-ত্যাগ।)

এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হ'য়েছিলি? (চক্ষুদ্বয় উৎপাটন) ওরে ক্ষত্র-কুলকণ্টক! তুই শৃগাল হ'য়ে সিংহপত্নীর প্রতি মনন কোরেছিলি। তোর এই দুর্দ্দশা দর্শন এবং শ্রবণ কোরে যেন কামুক ব্যক্তিবৃন্দের চৈতন্য হয়, আর যেন কেহ কখন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না করে। (বীরেন্দ্রের মস্তক এবং হস্তপদ উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া) কোথায় পাণ্ডব-লক্ষ্মি পাঞ্চালি! তোমার প্রতি দৌরাত্ম্য-কারীর দুর্দ্দশাদর্শনে মনের মালিন্য দূর করসে।

(প্রজ্বলিত দীপহস্তে দ্রৌপদীর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ)

দ্রৌপ। প্রাণবল্লভ! তোমাকে একবার নমস্কার করি, এবং তোমার বাহু-যুগলের অর্চ্চনা করি। তুমি একক এই কালান্তক যমসম রিপুকে নিহত কোর্‌লে!! কৈ, দুরাত্মার মৃতদেহ কোথায়?

ভীম। এই তোমার সম্মুখেই পতিত।

দ্রৌপ। একি মনুষ্য দেহ!

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য মহাবল।
তোমার ভয়েতে ভীত কৌরব সকল॥

তোমা হ'তে পুন পাব রাজ্য-অধিকার।
হস্তিনার সিংহাসন, রত্নের ভাণ্ডার॥
যাহারে করিত ভয় কৌরব-প্রধান।
হেন জনে বিনাশিলে বিনা ধনুর্ব্বাণ॥
বড় দুঃখ দিয়েছিল সূত-পুত্র ছার।
তোমার বিক্রমে নাথ! পেলাম নিস্তার॥

ভীম। হে পাণ্ডবগণের চিত্তবিনোদিনি! তুমিই আমাদিগের বলবুদ্ধি। দ্বাদশবর্ষ কাল আমরা কেবল তোমারই পূর্ণচন্দ্র বিনিন্দিত বদন নিরীক্ষণ কোরে বনবাসের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য কোরেছি। তোমার গুণেই ভগবান্ দুর্ব্বাসার ব্রহ্ম-কোপানলে নিস্তার লাভ কোরেছি। তোমার সৌজন্য জন্যই মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হ'য়ে এই জগতিতলে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হ'য়েছে। তুমি পাণ্ডবগণের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত নিধি। তোমার ভুবনোজ্জ্বল মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হ'য়ে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বয়ম্বর সভায় আহূত লক্ষ ভূপতি সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ কোরেছিল। বিধর্ম্মী নৃপতিগণ তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক্‌রবার জন্য অকারণ অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করে। তোমার চিত্ত-বিনোদনার্থে কিরীটী একক সেই ভয়ঙ্কর

সমর-সিন্ধু মন্থন কোরে আপনার ভুজবলের পরিচয় প্রদানে পাণ্ডবকুলের মুখোজ্জ্বল কোরেছিল চন্দ্রাননে! যে প্রকারে বীরেন্দ্র আমার হস্তে নিহত হ'ল, এইরূপে তোমার অপরাপর শত্রুগণকেও পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলশায়ী কোর্‌ব। কৌরবাধম যে ঊরুদেশে উপবেশন কোর্ত্তে তোমাকে ইঙ্গিত কোরেছিল, সম্মুখ সংগ্রামে এই হস্তে গদা গ্রহণ কোরে তাহার ঊরুদ্বয় চূর্ণ কর্ব্বো। দুঃশাসন সভা সমক্ষে তোমার কেশাকর্ষণ কোরে এখনও জীবিত আছে, এ আমার সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয়। সেই দিবসেই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মস্তক চূর্ণ কোরে সভাস্থল শোণিতে প্লাবিত কোর্ত্তাম, কর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন কোর্ত্তাম, শকুনির শরীর খণ্ড খণ্ড কোরে শকুনি গৃধিনীর সম্মুখে বিস্তার কোর্ত্তাম, কেবল পাণ্ডবনাথের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আশঙ্কায় সে সময় কুরুকুল-নির্ম্মূল কোর্ত্তে পারি নাই। অজ্ঞাতবাস শেষ হ'লে পাণ্ডবদ্বেষিদিগকে কখনই জীবিত রাখ্‌বো না, কখনই জীবিত রাখ্‌বো না। পাঞ্চালি! রজনী প্রভাত হ'বার আর বিলম্ব নাই, তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

দ্রৌপ। যথার্থ, আর এখানে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। অজ্ঞাত বাসের এখনও কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট আছে।

উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

ইতি বীরেন্দ্রবিনাশ নাটক

সমাপ্ত।
